মোস্‌লেম সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অবদান

মৌলবী আবদুল কাদির ও

মৌলবী রেজাউল করীম সম্পাদিত

কাব্য-মালঞ্চ

বা

বঙ্গের মোস্‌লেম কবিগণের কাব্য-সঞ্চয়ন

মোস্‌লেম-বঙ্গের আদি কবি শেখ ফয়জুল্লাহ্, কাজী দৌলত, সৈয়দ আলাওল, শেখ মদন বাউল, সৈয়দ মুর্ত্তজা প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশ শতাব্দীর যুগ-প্রবর্ত্তক কবি কাজী নজরুল ইস্‌লাম, গোলাম মোস্তফা, জসিমউদ্দিন প্রভৃতি ১১৫ জন মোস্‌লেম কবির (পুরুষ ও মহিলা) ১৭০টি বাছা বাছা উৎকৃষ্ট প্রাণ-মাতানো কবিতাবলী এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত মোস্‌লেম কবিগণের বৈষ্ণব পদাবলীও এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার ভূমিকায় "বাংলা কাব্যের ইতিহাসে মোস্‌লেম সাধনার ধারা" শীর্ষক অধ্যায়টি অতি উপাদেয় এবং বহু তথ্যে পূর্ণ। পরিশিষ্টে মোস্‌লেম কবিগণের ব্যবহৃত দুরূহ আরবী, ফার্সি ও উর্দ্দু শব্দাবলীর অর্থ সংযোজিত করা হইয়াছে, যাহা সাধারণ পাঠকবর্গের কাব্যরস পানে প্রচুর সহায়তা করিবে। বাংলা ভাষার অনুরাগী প্রত্যেক হিন্দু ও মুসলমানের এই গ্রন্থখানি অবশ্য পাঠ্য। সংবাদপত্র কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত। মূল্য ৬৲ টাকা; ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র।

নতুন চাঁদ

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৫৬

নূর লাইব্রেরী, পাবলিশার
কলিকাতা-১৪

প্রকাশক :—
মইনউদ্দীন হোসয়ন, বি, এ,
নুর লাইব্রেরী, পাবলিশার
১২।১ সারেঙ্গ লেন, কলিকাতা-১৪

দাম দুই টাকা আট আনা

মুদ্রাকর
শ্রী এন, এম, সাহা
রূপশ্রী প্রেস (প্রাইভেট) লিমিটেড
৯ নং এ্যান্টনী বাগান লেন, কলিকাতা-৯।

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

বহু বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে দ্বিতীয় সংস্করণে কবির দুইটি নূতন কবিতা, যথা, "ঈদের চাঁদ" এবং "চাঁদনী রাতে" সন্নিবেশিত হইল। প্রথম কবিতাটি অধুনালুপ্ত দৈনিক "নবযুগে" (৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩৪৮) প্রকাশিত হয়। "ঈদের চাঁদ" কবিতাটি "নবযুগে" প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এতদূর জনপ্রিয় হইয়া উঠে যে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র যথা, "আনন্দবাজার পত্রিকা" (৫ই কার্ত্তিক, বুধবার ১৩৪৮ সাল, ২২শে অক্টোবর, ১৯৪৫) নিজের স্তম্ভে উহা মুদ্রিত করিয়া কবির প্রতি অশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

এবার পরিশিষ্টে কতিপয় দুরূহ আরবী, ফার্সি ও উর্দু শব্দের অর্থ দেওয়া গেল, যাহা নজরুল কাব্য-রস-পানে প্রচুর সহায়তা করিবে।

কবি আজ কাল-ব্যাধির করাল কবলে পতিত। তাই আমরা আজ তাঁহার সব দান হইতেই বঞ্চিত হইয়াছি। তাঁহার উদ্দীপনাময়ী বাণী শুনিবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠে। বিশ্বপ্রভুর দরবারে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আবার তাঁহার গান, তাঁহার কবিতা শুনিবার সৌভাগ্য আমাদেরকে দান করেন। ইতি—

কলিকাতা
২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫১

মঈনউদ্দীন হোসয়ন

SELECT OPINIONS ON

"বিষের বাঁশী"

শ্রীসজনীকান্ত দাস বলেন ঃ—

"...স্বদেশী আন্দোলনের যুগে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বাঙ্গালী কবিগণ যে ভাবে বহুবিধ সঙ্গীত ও কবিতার সাহায্যে বাঙ্গালীর দেশ-প্রেম উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, অসহযোগ আন্দোলনের বৃহত্তর বিপ্লবে যে কারণেই হউক, তাঁহারা ঠিক সে ভাবে সাড়া দেন নাই। একমাত্র কবি নজরুলই ছন্দে গানে এই আন্দোলনকে জয়যুক্ত করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী আন্দোলনের চারণ-কবি তাঁহাকেই বলা যাইতে পারে। বাংলা দেশের মত অনড় ও জড় দেশকে জাগাইবার জন্য যে আবেগময় উচ্ছ্বসিত প্রাণ-বন্যার প্রয়োজন ছিল, কবি নজরুলের মধ্যে তাহার প্রকাশ ঘটিয়াছিল। কুল ভাঙ্গা আবেগের ধাক্কায় এই অনড় জাতিকে প্রাণস্পন্দনে চকিত হইয়া উঠিতে আমরা দেখিয়াছি। কবি নজরুল ইস্‌লামের 'বিষের বাঁশী' এই থরথর প্রাণস্পন্দন যুগের গান। ইহার আঘাত সরকার সহ্য করিতে পারেন নাই বলিয়াই দীর্ঘকাল ইহার প্রচার বন্ধ করা হইয়াছিল।... জাতীয় জাগরণের সহায়ক হিসাবে এই গ্রন্থের প্রচার ও প্রসার একান্ত আবশ্যক।"

"প্রবাসী বলেন ঃ—

"...কবিতাগুলি যেন আগ্নেয়গিরি, প্লাবন ও ঝড়ের প্রচণ্ড রুদ্র রূপ ধরিয়া বিদ্রোহী কবির মর্ম্মজ্বালা প্রকটিত করিয়াছে। জাতির এই দুর্দ্দিনে বইখানি মুমূর্ষু নিপীড়িত দেশবাসীকে মৃত্যুঞ্জয়ী নবীন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিবে।" (পৌষ, ১৩৫২)

সূচীপত্র

এই গ্রন্থকার প্রণীত

যুগবাণী

অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের যুগে প্রতিক্রিয়াশীল বৈদেশিক গবর্ণমেণ্টের অত্যাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে এবং সমাজের মজ্জাগত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কবি নজরুল ইস্‌লাম অধুনালুপ্ত দৈনিক "নবযুগের" সম্পাদকীয় স্তম্ভে জ্বালাময়ী ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় যে সব প্রবন্ধ লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, কবি স্বয়ং বন্ধুবান্ধবের অনুরোধক্রমে তাহার কতকগুলি "যুগবাণী" নাম দিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন। রাজদ্রোহের গন্ধ পাইয়া তদানীন্তন বৈদেশিক গবর্ণমেণ্ট এই পুস্তকের প্রকাশ ও প্রচার বন্ধ করিয়া দেন। বহু আন্দোলনের পর বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট এই পুস্তকের উপর হইতে নিষেধ-আজ্ঞা প্রত্যাহার করায় বহুদিন পরে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহাতে "নবযুগ", "ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ", "বাংলা-সাহিত্যে-মুসলমান", "রোজ-কেয়ামত" প্রভৃতি ২১টি প্রাণমাতানো প্রবন্ধ আছে। মূল্য ১॥০ টাকা।

"প্রবাসী" বলেন: এগুলিতে জ্বলন্ত দেশপ্রেম, পরাধীনতার তীব্র জ্বালা এবং হিন্দু-মুসলমানের মিলনাকাঙ্খা পরিপূর্ণভাবে অভিব্যক্ত।

নুর লাইব্রেরী, পাবলিশার
১২।১ সারেঙ্গ লেন, কলিকাতা-১৪

নতুন চাঁদ

দেখেছি তৃতীয় আস্‌মানে চিদাকাশে
চির-পথ-চাওয়া মোর নতুন চাঁদ হাসে।
দেহ ও মনের রোজা আমার
"এফ্‌তার" ক'রে গেরেফ্‌তার
করিব, তৃষিত বক্ষে মোর ঐ চাঁদে,
সহিতে পারি না বিরহ ওর, মন কাঁদে!
জুড়াব এবার জুড়াব গো,
খুশীর পায়রা উড়াব গো।
নামিবে ও চাঁদ মোর হৃদয়- আস্‌মানে,
মত্ত হইব আনন্দের রস পানে!
বদলাবে তকদীর আমার,
ঘুচিবে সর্ব্ব অন্ধকার,
পরিব ললাটে, চুমু দেবো, বাঁধ্‌ব তায়
আল্লাহ্‌ নামের রজ্জুতে দিল্‌-কোঠায়!
সাম্যের রাহে আল্লাহের
মুয়াজ্জিনেরা ডাকিবে ফের,

পরমোৎসব হবে সেদিন ময়দানে
সাত আস্‌মান দোল্ খাবে জয়-গানে
এক আল্লার জয়-গানে,
মহামিলনের জয়-গানে
"শান্তি" "শান্তি" জয়-গানে !

একঘরে হেথা দশ প্রাচীর,
হিংসা-ক্লৈব্য-বদ্ধ নীড়
ভেঙে যাবে, মন রেঙে যাবে এক রঙে !
এক আকাশের তলে র'ব এক সঙে।
চাঁদ আসিছে রে, নতুন চাঁদ !
অপরূপ প্রেম-রসের ফাঁদ
বাঁধিবে সকলে এক সাথে গলে গলে
মিলিয়া চলিব তাঁর পথে দলে দলে !
রবে না ধর্ম্ম জাতির ভেদ
রবে না আত্ম-কলহ-ক্লেদ,
রবে না লোভ, রবে না ক্ষোভ অহঙ্কার,
প্রলয়-পয়োধি এক নায়ে হইব পার।
একের লীলা এ, দু'জন নাই
তাঁহারি সৃষ্টি সবাই ভাই,
কত নামে ডাকি—সর্ব্বনাম এক তিনি,
তাঁরে চিনিনাক, নিজেরে তাই নাহি চিনি !
আলো ও বৃষ্টি তাঁহার দান
সব ঘরে ঝরে এক সমান
সকলের মাঠে শস্য দেয় ফুল ফোটায়,
সকল মানুষ তাঁর ক্ষমা করুণা পায় !

প্রলয়ের রূপ ধ'রে যবে
তাঁর ক্রোধ নেমে আসে ভবে,
ব ধর্ম্মের সব মানব মরে তখন,
কে না হিন্দু-মুসলমানের আস্ফালন!
একেকে মানিলে রহে না দুই,
এস সবে সেই একেকে ছুঁই,
এক সে স্রষ্টা সব-কিছুর সব জাতির।
আসিছে তাহারি চন্দ্রালোক এক বাতির!
মরিছে যাহারা—তাহারা নয়,
আসিছে—যাহারা বাঁচিয়া রয়,
নিত্য অভেদ উদার-প্রাণ নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!
আস্‌মানে চাঁদ দেয় আজান নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!
মৃত্যুকে তারা করেনা ভয় নৌজোয়ান, নৌজোয়ান,
তাহারা বুদ্ধি-বদ্ধ নয় নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!
কাপুরুষ তার্কিক যারা
কেবল বিচার করে তারা,
অগ্রে চলেনা ক্লীব ভীরু, ভয় দেখায়,
যারা আগে চলে, পিছে তাদের টানিতে চায়!
প্রাণ-প্রবাহের শত্রু সব,
ধূর্ত্ত যুক্তি-শৃগাল-রব
দুইকূলে করে, তবু চলে নৌজোয়ান, নৌজোয়ান
মহাবন্যার তরঙ্গসম সম্মুখে দলে দলে
তবু চলে নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!
জাগাবে জোয়ার নতুন চাঁদ
এদেরি বক্ষে; ভাঙ্গিবে বাঁধ
জরায় জীর্ণ মড়া ঘাটের বিলাসীদের
মানিবে না এরা হট্টগোল মণ্ডুকের!

সত্য বলিতে নিত্য ভয়
যুক্তি-গর্ত্তে লুকায়ে রয়
ইহারা তাদের দলের নয়—নৌজোয়ান, নৌজোয়ান !
এরা জীবন্ত মুক্ত-ভয় নৌজোয়ান !
ভীরু ইঁদুরের কিচিমিচি
শোনেনাকো এরা মিছামিছি,
এরা শুধু বলে, "চল্ আগে নৌজোয়ান !"
অসম্ভবের অভিযানে এরা চলে,
না চ'লেই ভীরু ভয়ে লুকায় অঞ্চলে !
এরা অকারণ দুর্নিবার প্রাণের ঢেউ,
তবু ছুটে চলে যদিও দেখেনি সাগর কেউ ।

জানে পারাবার, জানে অসীম,
এরাই শক্তি মহামহিম,
এরা উদ্দাম যৌবন-বেগ দুরন্ত
মুক্তপক্ষ নির্ভয় এরা উড়ন্ত !
নাই ইহাদের অবিশ্বা'স
যা আনে জগতে সর্ব্বনাশ ।
প্রতি নিঃশ্বাসে এরা কহে— "মোরা অমর !"
তনুমনে নাই সন্দেহের বিসর্গ অনুস্বর ।
হাতের লাটু এদের প্রাণ
গুল্‌তির গুলি এদের প্রাণ
বেপরোয়া ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে দিকে দিকে,
এদের বুদ্ধি চিক্‌মিকায়না ঘেরা চিকে !
তিন্তিড়ি গাছে জোনাকি-দল
চাঁদের নিন্দা করে কেবল,

পুচ্ছের আলো উচ্ছের ঝোপে জ্বালায়ে কয়—
"মোরা আলো দেবো, চন্দ্রের দেশে ভীষণ ভয়!"
পাহাড়ে চড়িয়া নীচে পড়ে—নৌজোয়ান, নৌজোয়ান
অজগর খোঁজে গহ্বরে—নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!
চড়িয়া সিংহে ধরে কেশর—নৌজোয়ান!
বাহন তাহার তুফান ঝড়—নৌজোয়ান!
শির পেতে বলে—'বজ্র আয়!'
দৈত্য-চর্ম্ম-পাদুকা পায়,
অগ্নি-গিরিরে ধ'রে নাড়ায়—নৌজোয়ান!
দলে দলে তারা খুঁজে বেড়ায়
ভূমিকম্পের ঘর কোথায়—
নৌজোয়ান! নৌজোয়ান!
বিলাস এদের দারিদ্র্য,
গতি ইহাদের বিচিত্র,
দেখেনিক জ্ঞান-বিলাসীরা এদের পথ,
শুনিলেও কাঁপে বলি-যুপের ছাগের বৎ!
এরাই দেখিবে নতুন চাঁদ জ্যোতিষ্মান,
ইহাদের নাই দেহ ও মন, কেবল প্রাণ!
নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!

এদেরেই পথ দেখাতে ঐ
নতন চাঁদের জ্যোৎস্না-খই
আকাশ-খোলায় ফুটিছে! ভীরুরা যাস্‌নে কেউ,
যাদের পিছনে লেগেছে বুদ্ধি ভয়ের ফেউ!
মৃত্যুর ভয় প্রতি পদে ঐ পথে
লঙ্ঘিত হবে কত সমুদ্র পর্ব্বতে।

বিলাসীরা থাক চুপ ক'রে,
রূপ দে'খে খেয়ো টুপ্ ক'রে
যাত্রী অরুণ-তীর্থের পথে নৌজোয়ান !
পথ দেখায় যে, সে শুধু কয়— "জীবন দান
জীবন দান, নৌজোয়ান !"
জীবনে না ক'রে নিষ্ঠিবন,
মৃত্যুর বুকে সঞ্চরণ
করে যারা, তারা নবযুগের নৌজোয়ান !
তাহাদের পথে এসনা কেউ ভীরু, আল্লার না-ফরমান !
ওরা দুর্জ্জয় ভয়-হারা
ওদেরে ভ্রান্ত কয় কা'রা ?
এই মর্ত্ত্যের ভোগের গর্ত্তে যারা মরে ?
অমৃত আনিতে যায়—তারে অনাদর করে ?
এক আল্লার সৃষ্টিতে
এক আল্লার দৃষ্টিতে
দেখিবে সবারে দুনিয়াতে নৌজোয়ান !
তলোয়ার তার বক্ষে লুকানো
নববধূ সম শয্যাতে—
নৌজোয়ান !
নৌজোয়ান !

চির-জনমের প্রিয়া

আরও কতদিন বাকী ?
বক্ষে পাওয়ার আগে বুঝি, হায়, নিভে যায় মোর আঁখি !
অনন্তলোকে অনন্তরূপে কেঁদেছি তোমার লাগি'
সেই আঁখিগুলি তারা হয়ে আজো আকাশে রয়েছে জাগি' !
চির জনমের প্রিয়া মোর ! চেয়ে দেখ নীলাকাশে
ভ্রমরের মত ঝাঁক বেঁধে কোটি গ্রহতারা ছুটে আসে
তোমার শ্রীমুখ কমলের পানে। ওরা যে ভুলিতে নারে
আজিও খুঁজিয়া ফিরিছে তোমায় অসীম অন্ধকারে !
বারে বারে মোর জীবন-প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে, প্রিয়া !
নেভেনি আমার নয়ন, তোমারে দেখিবার আশা নিয়া।
আমি মরিয়াছি, মরেনি নয়ন ; দেখ প্রিয়তমা চাহি'
তব নাম লয়ে ওরা কাঁদে আজো—ওদের নিদ্রা নাহি !
ওরা তারা নয়, অভিশপ্ত এ বিরহীর ওরা আঁখি,
মহাব্যোম জুড়ে উড়িয়া বেড়ায় আশ্রয় হারা পাখী !
আঁখির আমার ভাগ্য ভালো গো, পেয়েছিল আঁখি-জল,
তাই আজও তারা অমর হইয়া ভরে আছে নভোতল।
বাহু দিয়া মোর কণ্ঠ যদি গো জড়াইতে কোনোদিন,
আঁখির মতন এই দেহ মোর হইত মৃত্যুহীন !

তোমার অধর নিঙাড়িয়া মধু পান করিতাম যদি,
আমার কাব্যে, সঙ্গীতে, সুরে বহিত অমৃত নদী !

*   *   *

ফুল কেন এত ভালো লাগে তব, কারণ জান কি তার ?
ওরা যে আমার কোটি জনমের ছিন্ন অশ্রু-হার !
যত লোকে আমি তোমার বিরহে ফেলেছি অশ্রু-জল,
ফুল হয়ে সেই অশ্রু—ছুঁইতে চাহে তব পদতল।
অশ্রুতে মোর গভীর গোপন অভিমান ছিল হায়,
তাই অভিমানে তোমারে ছুঁইয়া ফুল শুকাইয়া যায় !
ঝরা ফুল লয়ে বক্ষে জড়ায়ে ধরেছ কি কোনোদিন ?
এত সুন্দর, তবু কেন ফুল এমন ব্যথা-মলিন ?
তব মুখ পানে চেয়ে থাকে ফুল মোর অশ্রুর মত ;
তোমারে হেরিয়া উহাদের গত জনমের স্মৃতি যত
জেগে ওঠে প্রাণে ! তাই অভিমানে ঝরে সে সন্ধ্যাবেলা,
ভুলিতে পারে না, যুগে যুগে তুমি হানিয়াছ যত হেলা !

*   *   *

পূর্ণিমা চাঁদ দেখেছ ? দেখেছ তার বুকে কালো দাগ ?
ওর বুকে ক্ষত-চিহ্ন এঁকেছে, জান, কার অনুরাগ ?
কোটি জনমের অপূর্ণ মোর সাধ আশা জ'মে জ'মে
চাঁদ হয়ে হায় ভাসিয়া বেড়ায় নিরাশার মহাব্যোমে !
কলঙ্ক হয়ে বুকে দোলে তার তোমার স্মৃতির ছায়া,
এত জ্যোৎস্নায় ঢাকিতে পারেনি তোমার মধুর মায়া !
কোন্ সে অতীতে মহাসিন্ধুর মন্থন শেষে, প্রিয়া,
বেদনা সাগরে চাঁদ হয়ে উঠে তোমারে বক্ষে নিয়া
পলাইতে ছিনু সুদূর শূন্যে ! নিঠুর বিধাতা পথে
তোমারে ছিনিয়া লয়ে গেল হায় আমার বক্ষ হ'তে !

তুমি চ'লে গেলে, বুকে রয়ে গেল তব অঙ্গের ছাপ,
শূন্য বক্ষে শূন্যে ঘুরি গো, চাঁদ নই অভিশাপ !

* * *

প্রাণহীন দেহ আকাশে ফেলিয়া ধরণীতে আসি ফিরে,
তোমারে খুঁজিয়া বেড়াই গোমতী পদ্মা যমুনা তীরে !
চিনি যবে হায় গোধূলি বেলায় শুভ লগ্নের ক্ষণে,
বাঁশী না বাজিতে লগ্ন ফুরায়, আঁধার ঘনায় বনে !
তুমি চ'লে যাও ভবনের বধূ, আমি যাই বন-পথে,
মোর জীবনের মরা ফুল তুলে দিই মরণের রথে !

* * *

শ্রাবণ-নিশীথে ঝড়ের কাঁদন শুনেছ কি কোনদিন ?
কার অশান্ত অসহ রোদন আজিও শ্রান্তিহীন
দিগ্‌দিগন্তে দস্যুর মত হানা দিয়ে ফেরে যায় !
ভবনে ভবনে কার বুক থেকে কাহারে ছিনিতে চায় ?—
এমনি সেদিন উঠেছিল ঝড় মহাপ্রলয়ের বেশে
যেদিন আমারে পথে ফেলে গেলে চলিয়া নিরুদ্দেশে !
প্রবল হস্তে নাড়া দিয়া আমি অসীম শূন্য নভে
কৃষ্ণ মেঘের ঢেউ তুলেছিনু ; গর্জ্জিয়া ভীম রবে
বিশ্বের ঘুম ভেঙে দিয়েছিনু ! যেখানে যে ছিল সুখে
যেখানে প্রিয় ও প্রিয়া ছিল—সেথা বজ্র হেনেছি বুকে !
ঝড়ের বাতাসে আমার নিশ্বাসে নড়িলনা মহাকাল,
মোর ধূমায়িত অশ্রু-বাষ্প রচিল জলদ-জাল !
অঝোর ধারায় ঝরিনু ধরায় খুঁজিলাম বনভূমি
ফুরাইল আয়ু, থির হল বায়ু, সাড়া দিলেনাক তুমি !
আমার ক্ষুধিত সেই প্রেম আজো বিজলি-প্রদীপ জেলে
অন্ধ আকাশ হাতড়িয়া ফেরে ঝঞ্চার পাখা মেলে ।

তুমি বেঁচে গেছ, অতীতের স্মৃতি ভুলিয়াছ একেবারে,
নৈলে ভুলিয়া ভয়—ছু'টে যেতে মরণের অভিসারে !

* * *

শান্ত হইনু প্রলয়ের ঝড়, মলয়-সমীর-রূপে
যেখানে দেখেছি ফুল সেইখানে ছু'টে গেছি চুপে চুপে।
পৃথিবীতে যত ফুটিয়াছে ফুল সকল ফুলের মুখে
তব মুখ খানি খুঁজিয়া ফিরেছি—না পেয়ে উগ্র দুখে
ঝরায়েছি ফুল ধরার ধূলায় ! ঝরা ফুল-রেণু মেখে
উদাসীন হাওয়া ফিরিয়াছি পথে তবে প্রিয় নাম ডেকে !
সদ্য-স্নাতা এলো কুন্তল শুকাইতে যবে তুমি
সেই এলোকেশ বক্ষে জড়ায়ে গোপনে যেতাম চুমি !
তোমার কেশের সুরভি লইয়া দিয়াছি ফুলের বুকে
আঁচল ছুঁইয়া মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছি পরম সুখে !
তোমার মুখের মদির সুরভি পিইয়া নেশায় মাতি'
মহুয়া বকুল বনে কাটায়েছি চৈতী চাঁদিনী রাতি
তব হাত দুটি লতায়ে রহিত পুষ্পিতা লতা সম
কত সাধ যেত যদি গো জড়াত ও লতা কণ্ঠে মম !
তব কঙ্কন চুড়ি লয়ে আমি খেলেছি, দেখনি তুমি,
চলিতে মাথার কাঁটা প'ড়ে যেত, আমি তুলিতাম চুমি' !
চোরের মতন চুরি করিয়াছি তব কবরীর ফুল !—
সে সব অতীত জনমের কথা—আজ মনে হয় ভুল !

* * *

আজ মুখ পানে চেয়ে দেখি, তব মুখে সেই মধু আছে,
আজও বিরহের ছায়া দোলে তব চোখের কোলের কাছে !
ডাগর নয়নে আজো পড়ে সেই সাগর জলের ছায়া,
তনুর অনুতে অনুতে আজিও সেই অপরূপ মায়া !

আজও মোর পানে চাহ যবে, বুকে ঘন শিহরণ জাগে,
আমার হৃদয়ে কোটি শতদল ফু'টে ওঠে অনুরাগে !
আজও যবে চাও, আমার ভুবনে ওঠে রোদনের বাণী,
কানাকানি করে চাঁদে ও তারাতে—জনি গো তোমারে জানি !'
রুধিরে আমার নূপুর বাজে গো, কহে—'প্রিয়া, চিনি, চিনি !
একদিন ছিলে প্রেমের গোলোকে মোর প্রেম-গরবিনী !
ছিল একদিন—আমার সোহাগে গলিয়া যমুনা হ'তে,
নিবেদিত নীল পদ্মের মত ভাসিতে প্রেমের স্রোতে !
ভাসিতে ভাসিতে আসিয়াছ আজ এই পৃথিবীর ঘাটে,
(আমি) পুষ্প-বিহীন শূন্য বৃন্ত কাঁটা লয়ে দিন কাটে !

*　*　*

মনে কর, যেন সে কোন্ জনমে বিদায় সন্ধ্যাবেলা
তুমি রয়ে গেলে এপারে, ভাসিল ওপারে আমার ভেলা !
সেই নদী জলে প'ড়ে গেলে তুমি ফুলের মতন ঝরে,
কেঁদে বলেছিলে যাবার বেলায়—"মনে কি পড়িবে মোরে,
জনমিবে যবে আর কি আঁকিবে হৃদয়ে আমার ছবি ?"
আমি বলেছিনু, "উত্তর দেবে আর জনমের কবি !"
সেই বিরহীর প্রতিশ্রুতি গো আসিয়াছি কবি হয়ে,
ছবি আঁকি তব আমার বুকের রক্ত ও আয়ু লয়ে !
ঝাঁকে ঝাঁকে মোর কথার কপোত দিকে দিকে যায় ছু'টে
হংস-দূতীর মত মোর লিপি ধরিয়া চঞ্চু পুটে !
হারায়ে গিয়াছে শূন্যে তাহারা ফিরিয়া আসেনি আর,
তাই সুরে সুরে বিধুনিত করি অসীম অন্ধকার !
ভবনে ভবনে সেই সুর প্রতি কণ্ঠ জড়ায়ে কহে—
"যাহারে খুঁজিয়া কাঁদি নিশিদিন, জান সে কোথায় রহে ?"
তারা মরে, ফুল ঝুরে সেই সুরে, তুমি শুধু কাঁদিলেনা !
আমার সুরের পালক কুড়ায়ে কবরীতে বাঁধিলেনা !

আমার সুরের ইন্দ্রাণী ওগো ! ব্যথার সাগর তলে—
দেখেছ কি কত না-বলা কথার মুক্তা মাণিক জ্বলে ?
তোমার কণ্ঠে মালা হয়ে তারা মুক্তি লভিতে চায়
গত জনমের অস্থি আমার নিদারুণ বেদনায়
মুক্তা হয়েছে ; অঞ্জলি দিতে তাই গাঁথি গানে
চরণে দলিয়া ফেলে দিও পথে যদি তা বেদনা হানে
মনে ক'রো, দুঃস্বপ্নের মত আমি এসেছিনু রাতে
বহুবার গেছ ভুলিয়া এবারও ভুলিয়া যাইও প্রাতে
কহিলাম যতকথা প্রিয়তমা মনে ক'রো সব মায়া,
সাহারা মরুর বুকে পড়েনা গো শীতল মেঘের ছায়া !
মরুভূর তৃষা মিটাইবে তুমি কোথা পাবে এত জল ?
বাঁচিয়া থাকুক আমার রৌদ্র-দগ্ধ আকাশ-তল ।

———

আমার কবিতা তুমি

প্রিয়া-রূপ ধ'রে এতদিনে এলে আমার কবিতা তুমি,
আঁখির পলকে মরুভূমি যেন হয়ে গেল বনভূমি !
জুড়ালো গো তার শত জনমের রৌদ্র-দগ্ধ-কায়া—
এতদিনে পেল তার স্বপনের স্নিগ্ধ মেঘের ছায়া !
চেয়ে দেখ প্রিয়া, তোমার পরশ পেয়ে
গোলাপ দ্রাক্ষা-কুঞ্জে মরুর বক্ষ গিয়াছে ছেয়ে !

গভীর নিশীথে, হে মোর মানসী, আমার কল্প-লোকে
কবিতার রূপে চুপে চুপে তুমি বিরহ-করুণ চোখে
চাহিয়া থাকিতে মোর মুখ পানে ; আসিয়া হিয়ার মাঝে
বলিতে যেন গো—"হে মোর বিরহী, কোথায় বেদনা বাজে ?"
আমি ভাবিতাম, আকাশের চাঁদ বুকে বুঝি এলো নেমে
মোর বেদনায় বুকে বুক রাখি' কাঁদিতে গভীর প্রেমে !
তব চাঁদ-মুখ পানে চেয়ে আজ চমকিয়া উঠি আমি,
আমি চিনিয়াছি, সে চাঁদ এসেছ প্রিয়া-রূপ ধ'রে নামি !

যত রস-ধারা নেমেছে আমার কবিতায় সুরে গানে
তাহার উৎস কোথায়, হে প্রিয়া, তব শ্রীঅঙ্গ জানে !

তাই আজ তব যে অঙ্গে যাবে আমার নয়ন পড়ে,
থির হয়ে যায় দৃষ্টি সেথাই, আঁখি-পাতা নাহি নড়ে !
তোমার তনুর অণু পরমাণু চির-চেনা মোর, রাণী ;
তুমি চেননাকো ওরা চেনে বলে, "বন্ধু তোমারে জানি !"
অনন্ত শ্রীকান্তি লাবণী রূপ পড়ে ঝ'রে ঝ'রে
তোমার অঙ্গ বাহি', প্রিয়তমা, বিশ্ব ভুবন' পরে !
মন্ত্র-মুগ্ধ সাপের মতন তোমার অঙ্গ পানে
তাই চেয়ে থাকি অপলক-আঁখি, লজ্জারে নাহি মানে

তুমি যবে চল, যবে কথা বল, মুখপানে চাও হেসে
মূর্ত্তি ধরিয়া ওঠে যেন সেথা আমার ছন্দ ভেসে।
মনে মনে বলি, তুমি যে আমার ছন্দ-সরস্বতী,
ওগো চঞ্চলা, আমার জীবনে তুমি দুরন্ত গতি !
আমার রুদ্র নৃত্যে জেগেছে কঙ্কালে নব প্রাণ,
ছন্দিতা ওগো, আমি জানি, তাহা তব অঙ্গের দান !
নাচো যবে তুমি আমার বক্ষে, রুধির নাচিয়া ওঠে
সেই নাচ মোর কবিতায় গানে ছন্দ হইয়া ফোটে।
মনে পড়ে যবে তোমার ডাগর সজল-কাজল আঁখি,
সে চোখের চাওয়া আমার গানের সুর দিয়ে বেঁধে রাখি।
প্রেম-ঢলঢল তোমার বিরহ-ছলছল মুখ হেরি'
ভাবের ইন্দ্রধনু ওঠে মোর সপ্ত আকাশ ঘেরি'।
আমার লেখার রেখায় রেখায় ইন্দ্রধনুর মায়া,
উহারা জানেনা, এই রং তব তনুর প্রতিচ্ছায়া !
আমার লেখায় কী যেন গভীর রহস্য খোঁজে সবে
ভাবে, এ কবির প্রিয়তমা বুঝি আকাশ-কুসুম হবে !
উহারা জানেনা, তুমি অসহায় কাঁদ পৃথিবীর পথে,
উহারা জানেনা, রহস্যময়ী তুমি মোর লেখা হ'তে !

আমিই ধরিতে পারিনা তোমারে, উহারা ধরিতে চায়,
সাগরের স্মৃতি খুঁজে ফেরে ওরা মরুভূর বালুকায় !
তোমার অধরে আঁখি পড়ে যবে, অধীর তৃষ্ণা জাগে,
মোর কবিতায় রস হয়ে সেই তৃষ্ণার রং লাগে।
জাগে মদালস-অনুরাগ-ঘন নব যৌবন নেশা
এই পৃথিবীরে মনে হয় যেন শিরাজী আঙুর-পেশা !
সুর হয়ে ওঠে সুরা যেন, আমি মদিরা-মত্ত হয়ে
যৌবন-বেগে তরুণেরে ডাকি খর তরবারি লয়ে।
জরা-গ্রস্ত জাতিরে শুনাই নব জীবনের গান,
সেই যৌবন-উন্মদ বেগ, হে প্রিয়া তোমার দান।
হে চির-কিশোরী, চির-যৌবনা ! তোমার রূপের ধ্যানে
জাগে সুন্দর রূপের তৃষ্ণা নিত্য আমার প্রাণে।
আপনার রূপে আপনি মুগ্ধা দেখিতে পাওনা তুমি
কত ফুল ফুটে ওঠো গো তোমার চরণ-মাধুরী চুমি' !
কুড়ায়ে সে ফুল গাঁথি আমি মালা কাব্যে ছন্দে গানে,
মালা দেখে সবে, জানেনা মালার ফুল ফোটে কোন্‌খানে

হে প্রিয়া, তোমার চির-সুন্দর রূপ বারে বারে মোরে
অসুন্দরের পথ হ'তে টানি' আনিয়াছে হাত ধ'রে।
ভিড় ক'রে যবে ঘিরিত আমারে অসুন্দরের দল,
সহসা উর্দ্ধে ফুটিয়া উঠিত তব মুখ-শতদল।
মনে হ'ত, যেন তুমি অনন্ত শ্বেত শতদল-মাঝে,
মোর প্রতীক্ষা করিতেছ প্রিয়া চির-বিরহিণী সাজে।
সেই মুখখানি খুঁজিয়া ফিরেছি পৃথিবীর দেশে দেশে,
শ্রান্ত স্বপনে হৃদয়-গগনে ও মুখ উঠিত ভেসে !
যেই ধরিয়াছি মনে হ'ত হায়, অমনি ভাঙিত ঘুম,
স্মৃতি রেখে যেত আমার আকাশে তব রূপ-কুঙ্কুম !

দেখি নাই, তবু কহিতাম গানে "সাড়া দাও, সাড়া দাও,
যারা আসে পথে, তা'রা তুমি নহ, ওদের সরায়ে নাও !"
ভেবেছিনু, বুঝি পৃথিবীতে আর তব দেখা মিলিল না,
তুমি থাক বুঝি সুদূর গগনে হয়ে কবি-কল্পনা।
সহসা একদা প্রভাতে যখন পাখীরা ছেড়েছে নীড়,
হারানো প্রিয়ারে খুঁজিছে আকাশে অরুণ-চন্দ্রাপীড়,
আমি পৃথিবীতে খুঁজিতেছিনু গো আমার প্রিয়ারে গানে,
থমকি' দাঁড়ানু, চমকি' উঠিনু কাহার বীণার তানে !
বেণু আর বীণা এক সাথে বাজে কাহার কণ্ঠ-তটে
কার ছবি যেন কাঁদিয়া উঠিল লুকানো হৃদয়-পটে।
হেরিনু আকাশে তরুণ সূর্য্য থির হয়ে যেন আছে,
কে যেন কা কথা কয়ে গেল হেসে আমার কানের কাছে।
আমার বুকের জমাট তুষার-সাগর সহসা গ'লে
আছাড়িয়া যেন পড়িতে চাহিল তোমার চরণ-তলে।
ওগো মেঘ-মায়া, বুঝিয়াছিলে কি তুমি ?
দারুণ তৃষায় তব পানে ছিল চেয়ে কোনো মরুভূমি ?
তুমি চ'লে গেলে ছায়ার মতন, আমি ভাবিলাম মায়া,
কল্প-লোকের প্রিয়া আসেনা গো ধরণীতে ধরি' কায়া !

ভেবেছিনু, আর জীবনে হবেনা দেখা—
সহসা শ্রাবণ-মেঘ এল যেন হইয়া ব্রজের কেকা !
যমুনার তীরে বাজিয়া উঠিল আবার বিরহী বেণু,
আঁধার কদম-কুঞ্জে হেরিনু রাধার চরণ-রেণু।
যোগ-সমাধিতে মগ্ন আছিনু, ভগ্ন হইল ধ্যান,
আমার শূন্য আকাশে আসিল স্বর্ণ-জ্যোতির বান।
চির-চেনা তব মুখখানি সেই জ্যোতিতে উঠিল ভাসি'
ইঙ্গিতে যেন কহিলে, "বিরহী প্রিয়তম, ভালোবাসি !"

আমি ডাকিলাম, "এস এস তবে কাছে!"
কাঁদিয়া কহিলে, "হের গ্রহ তারা এখনো জাগিয়া আছে,
উহারা নিভুক, ঘুমাক পৃথিবী, ঘুমাক রবি ও শশী,
সেদিন আমারে পাবে গো, লাজের গুণ্ঠন যাবে খসি'।
কেবল দুজন করিব কূজন, রহিবেনা কোন ভয়,
মোদের ভুবনে রহিবে কেবল প্রেম আর প্রেমময়!"

"আমি কি করিব?" কহিলাম আঁখি-নীরে
কহিলে, "কাঁদিবে মোর নাম লয়ে বিরহ-যমুনা তীরে!
যমুনা শুকায়ে গিয়াছে প্রেমের গোকুলে এ ধরা-তলে,
আবার সৃজন ক'রো সে যমুনা তোমার অশ্রু-জলে!
তোমার আমার কাঁদন গলিয়া হইবে যমুনা জল
সেই যমুনায় সিনান করিতে আসিবে গোপিনী-দল,
ওরা প্রেম পাবে, পাইবে শান্তি, পাইবে তৃষ্ণার মধু,
তোমারে দিলাম চির-উপবাস, পরম বিরহ, বঁধু!"
"একি অভিশাপ দিলে তুমি" বলে যেমনি উঠিগো কাঁদি,
হেরি কাঁদিতেছ পাগলিনী মোর হাত দুটী বুকে বাঁধি!
আজ মোর গানে কবিতায়, সুরে তুমি ছাড়া নাই কেউ,
সেই অভিশাপ যমুনায় বুঝি তুলেছে বিপুল ঢেউ!
সবার তৃষ্ণা মিটাইতে আমি যমুনা হইয়া ঝরি,
জানেনা পৃথিবী, কোন্ নিদারুণ তৃষ্ণা লইয়া মরি!
বড় জ্বালা বুকে, বল বল প্রিয়া—না-ই পাইলাম কাছে,
এই বিরহের পারে তব প্রেম আছে আজো জেগে আছে!
যদি অভিমান জাগে মোর বুকে না বু'ঝে তোমার খেলা,
দূরে থাক ব'লে ভাবি যদি তারে অনাদর অবহেলা—
কেঁদে কেঁদে রাতে যদি মোর হাতে লেখনী যায় গো থামি
বিরহ হইয়া বুকে এসে মোর কহিও—"এই ত আমি!"

নিরুক্ত

আর কতদিন রবে নিরুক্ত তোমার মনের কথা ?
কথা কও প্রিয়া, সহিতে নারি এ নিদারুণ নীরবতা ।
কেবলি আড়াল টানিতে চাহ গো তোমার আমার মাঝে
সে কি লজ্জায় ? তবে কেন তাহা অবহেলা সম বাজে ?
হের গো আমার তৃষিত আকাশ তব অধরের কাছে
যে কথা শোনার তরে শত যুগ আনত হইয়া আছে,
বল বল প্রিয়া, সে কথা বলিবে কবে ?
যে কথা শুনিয়া মাতিয়া উঠিবে আকাশ মহোৎসবে !
যে কথা কারেও বলনি জীবনে আমারেও নাহি বল,
যে কথার ভারে অসহ ব্যথায় টলিতেছে টলমল,
তোমার অধর-পল্লব ফাঁকে সেই নিরুক্তা বাণী—
ফুলের মতন ফুটিয়া উঠিবে কোন্ শুভক্ষণে, রাণী ?
না-বলা তোমার সে কথা শোনার লাগি
শত সে জনম কত গ্রহ তারা আড়ি পেতে আছে জাগি !
সে কথা না শু'নে তিথি গুণে গুণে চাঁদ হয়ে যায় ক্ষয়,
শুনিবে আশায় লয় হয়ে চাঁদ আবার জনম লয় !
আমার মনের আঁধার বনের মৌনা শকুন্তলা,
কোন্ লজ্জায় কোন্ শঙ্কায়, যায়না সে কথা বলা ?

তুমি না কহিলে কথা
মনে হয়, তুমি পুষ্প বিহীন কুণ্ঠিতা বনলতা !
সে কথা কহিতে পারোনা বলিয়া বেদনায় অনুরাগে
তব অঙ্গের প্রতি পল্লবে ঘন শিহরণ জাগে।
তোমার তনুর শিরায় শিরায় সে কথা কাঁদিয়া ফিরে,
না-বলা সে কথা ঝরে ঝরে পড়ে তোমার অশ্রুনীরে !
হে আমার চির-লজ্জিত বধূ, হের গো বাসর ঘরে
প্রতীক্ষা-রত নিশি জেগে আছি সে কথা শোনার তরে।
হাত ধ'রে মোর রাত কেটে যায়, চরণ ধরিয়া সাধি,
অভিমানে কভু চ'লে যাই দূরে, কভু কাছে এসে কাঁদি।
তোমার বুকের পিঞ্জরে কাঁদে যে কথার কুহু কেকা,
অধর-দুয়ার খুলিয়া কি তারা বাহিরে দেবেনা দেখা ?
আমার ভুবনে যত ফুল ফোটে রেখে তব রাঙা পায়
ফাগুনের হাওয়া উত্তর নাহি পেয়ে কেঁদে চলে যায়।
হে প্রিয় মোর নয়নের জ্যোতি নিষ্প্রভ হয়ে আসে,
ঘুম আসেনা গো, ব'সে থাকি রাতে নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে।
বুঝি বলিতে পারনা লাজে
মোর ভালোবাসা ভাল লাগেনাক বেদনার মত বাজে !

কহ সেই কথা কহ,
কেন বেদনার বোঝা বহ তুমি কেন আপনারে দহ ?
আমি জানি মোর নিয়তির লেখা,—তবু সেই কথা বল
"ভিখারী, ভিক্ষা পেয়েছ, তোমার যাবার সময় হ'ল !"

মুষ্টি-ভিক্ষা চাহিয়া ভিখারী দৃষ্টি-প্রসাদ পায়,
উৎপাত সম তবু আসে, তারে ক্ষমা করো করুণায় !
কেন অপমান সহি নেমে আসি বিরহ যমুনা-তীরে।
—রাগ করিওনা, হয়ত চিনিতে পারনি এ ভিখারীরে !

কী চেয়েছিনু, হয়ত বুঝিতে পারনিক তুমি হায়,
তোমারে চাহিতে আসিনি, আমারে দিতে এসেছিনু পায়!
আমি বলেছিনু, "আমারে ভিক্ষা লইয়া বাঁচাও মোরে,
তুমি তা জাননা, কত কাল আছি ভিক্ষা পাত্র ধরে।"
আমি বলেছিনু, "ধরায় যখন চলিবে যে পথ দিয়া,
চরণ রেখো গো, সেই পথে আমি বুক পেতে দেব প্রিয়া!
তোমার চরণে দেখেছি যে বেদ-গানের নূপুর-পরা,
কত কাঁটা কত ধূলি ও পঙ্কে পৃথিবী পথ ভরা
তাই শিব সম, হে শক্তি মম, তব পথে প'ড়ে থাকি,
তাই সাধ যায় গঙ্গার মত জটায় লুকায়ে রাখি!
চির পবিত্রা অমৃতময়ী, বল কোন অভিমানে
তোমার পরম-সুন্দরে ফেলি যাও শ্মশানের পানে?
আপন মায়ায় পরম শ্রীমতী চেননাকো আপনারে,
কহিলেনা কথা, নামায়ে আমায় প্রেম-যমুনার পারে।
আমি যা জানিনা, তুমি তাহা জান ভালো,
তুমি না কহিলে কথা, নিভে যায় বৃন্দাবনের আলো।
বক্ষ হইতে চরণ টানিয়া লইলে, ভিক্ষু শিব
মহারুদ্রের রূপে সংহার করিবে এ ত্রিদিব।
রহিবে না আর প্রিয়-ঘন মোর নওল কিশোর রূপ,
মহাভারতের কুরুক্ষেত্রে দেখিবে শ্মশান-স্তূপ!
হে নিরুক্তা, সেদিন হয়ত শূন্য পরম ব্যোমে
শুনাতে চাহিবে তোমার না-বলা কথা তব প্রিয়তমে।
আসিবে কি তুমি বেণুকা হইয়া সেদিন অধরে মম?
এই বিরহের প্রলয়ের পারে।
কোন্ অনাগত আরেক দ্বাপরে
লজ্জা ভুলিয়া কণ্ঠ জড়ায়ে কহিবে কি—"প্রিয়তম?"

সে যে আমি

ওগো দুরন্ত সুন্দর মোর! কা'র পরে রাগ করি'
তারার মুক্তা-মালিকা ছিঁড়িয়া ছড়ালে গগন ভরি'?
কারে তুমি ভালোবাস প্রিয়তম? কার নাহি পেয়ে দেখা
চাঁদের কপোলে মাখাইয়া দিলে কালো কলঙ্ক-লেখা?
কার অনুরাগ নাহি পেয়ে তুমি লাল হ'য়ে ওঠ রাগে?
প্রভাত-সূর্য্যে, সৃষ্টিতে সেই রাগের বহ্নি লাগে।
কাহার বিরহ জ্বালায় জ্বালাও বিশ্ব, পরম স্বামী?
সে কি আমি? সে কি আমি?

বনে উপবনে কুঞ্জে ফোটাও চামেলি চম্পা হেনা
ওগো সুন্দর, ফুল কুটাইয়া মালা কেন গাঁথিলে না?
শ্রাবণ-গগনে মেঘ-রূপে ওঠে তব রোদনের ঢেউ?
ঝুরিয়া ঝুরিয়া ক্ষীণ হ'ল তনু, ভালোবাসিল না কেউ?
ওগো অভিমানী। বল, কেন কোন নির্দ্দয় অভিমানে
সৃষ্টিতে দিয়া জীবন, আবার টানিছ মৃত্যু টানে?
গড়িয়া নিমিষে ভেঙে ফেল রূপ, যেন ভালো নাহি লাগে
রূপের এ খেলা। কোন্ অপরূপা স্মৃতিতে তোমার জাগে।
তাহারি লাগিয়া জাগিয়া রয়েছ উদাসীন দিবাযামী,
সে কি আমি? সে কি আমি?

ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোমে বসালে ভূতের মেলা,
ভূত নিয়ে একি অদ্ভুত খেলা, কে হানিয়াছে হেলা ?
মাধবী লতার কাঁকন পরায়ে সহকার-তরু-শাখে ,
রুদ্র ঝড়ের রূপে এসে তুমি কেন ছিঁড়ে ফেল তাকে ?
তোমার প্রেমের রাখী কে নিলনা, কে সেই গরবিনী ?
আজও সৃষ্টির পিত্রালয়ে কি কাঁদে সেই বিরহিনী ?
তাই কি যেখানে মিলন, সেখানে নিত্য বিরহ আনো ?
আপন প্রিয়ারে পেলেনা বলিয়া সবার প্রিয়ারে টানো ?
কার কামনার সৃষ্টিতে তব রূপ চঞ্চল কামী ?
সে কি আমি ? সে কি আমি ?

কাহারে ভুলাতে ঝর অনন্ত পরম-শ্রীর রূপে.
তোমারি গুণের কথা কি ভ্রমর ফুলে কয় চুপে চুপে ;
মুহু মুহু উহু উহু ক'রে ওঠ কুহুর কণ্ঠস্বরে
তোমারি কাছে কি শিখিয়া পাপিয়া পিয়া পিয়া রব করে ?
পদ্ম-পাতার থালায় তোমার নিবেদিত ফুলগুলি
ঝ'রে ঝ'রে পড়ে অশ্রু-সায়রে, কেহ লইল না তুলি !
যাহার লাগিয়া ফুলের বক্ষে সঞ্চিত কর মধু,
সকলে সে মধু লইল, নিলনা তোমারই মালিনী বধু ?
যে অপরূপারে খোঁজ অনন্তকাল রূপে রূপে নামি'—
সে কি আমি ? সে কি আমি ?

সংহারে খোঁজ, সৃষ্টিতে খোঁজ, খোঁজ নিত্য স্থিতিতে,
যাহারে খুঁজিছ পরম বিরহে, খুঁজিছ পরম প্রীতিতে,
যে অপরূপা পূর্ণা হইয়া আজিও এলনা বাহিরে
পাইয়া যাহারে বলিছ, এ নয়, হেথা নয়, সে ত নাহি রে ।

সেই কুণ্ঠিতা গুণ্ঠিতা তব চির-সঙ্গিনী বালিকা
অনন্ত প্রেমরূপে অনন্ত ভুবনে গাঁথিছে মালিকা।
ভীরু সে কিশোরী তব অন্তরে অন্তরতম কোণে
হারাবার ভয়ে তোমারে, লুকায়ে রহে সদা নিরজনে।
সকলেরে দেখ, আপনারে শুধু দেখনা পরম উদাসীন,
দেখিলে, দেখিতে যেখানে তুমি, সেইখানে সে যে আছে লীন!
যত কাঁদে, তত বুকে বাঁধে তোমারেই অন্তর্যামী!
সে কি আমি? সে কি আমি?

ওগো প্রিয়তম! যত ধরি আমি দুহাতে তোমারে জড়ায়ে
আমারে খুঁজিতে আমারেই তত সৃষ্টিতে দাও ছড়ায়ে।
আমারে যতই প্রকাশিতে চাহ বাহির ভুবনে আনিয়া,
তত লুকাইতে চাহি; আজিও যে আমি অপূর্ণা জানিয়া।
হে মোর পরম মনোহর! তব প্রিয়া বলে দিতে পরিচয়,
ক্ষমা ক'রো, যদি অপূর্ণা এই বালিকার মনে জাগে ভয়!
আমারে কলহ মান অভিমান তোমার সহিত গোপনে,
জাগ্রত দিনে আজো লাজ লাগে, তাই মিলি আমি স্বপনে।
ওগো ও পরম নিলাজ, পরম নিরাবরণ, হে চঞ্চল,
আমারে ধরিতে, টানিয়া চলেছ সৃষ্টিতে মোর অঞ্চল।
আমার কাঁদাতে সকলের সাথে দেখাও মিলন-অভিনয়,
বাহিরে এনোনা, কাঁদিব বক্ষে, রেখো এ মিনতি প্রেমময়!
যদি ভালো তুমি বাস অপরেরে, হে পর-পুরুষ সুন্দর,
আমি আছি, আমি রব চিরকাল জুড়িয়া তোমার অন্তর।
আমি যে তোমার শক্তি হে প্রিয়, প্রকাশ বহির্জগতে,
আমারে না পেয়ে দুঃখের রূপে কাঁদিছে স্বর্গে মরতে।

কলঙ্ক দিয়া আমার ধর্ম্মে কলঙ্কী নাম নিলে হে,
দুই হ'য়ে তব রটে অপযশ, একাকী ত বেশ ছিলে হে !
তব সুন্দর-ছায়া মায়া রচে, মায়াতীত হ'য়ে তাহাতে—
কেন আসক্ত হ'লে তুমি, তারে জড়ায়ে ধরিলে বাঁ হাতে ?
রূপ নাই, তবু রূপের তৃষ্ণা কেন তব বুকে জাগে,
এত রূপ রসে ঝরিয়া পড়িছ বল কার অনুরাগে ?
খেলা-শেষে মহা প্রলয়ের বেলা আমার দুয়ারে থামি'
জানাবে পরম-পতি আমারে কি—
আমি, প্রিয়, সে যে আমি !

অভেদম্‌

দেখিয়াছ সেই রূপের কুমারে, গড়িছে যে এই রূপ ?
রূপে রূপে হয়ে রূপায়িত যিনি নিশ্চল নিশ্চুপ !
কেবলই রূপের আবরণে যিনি ঢাকিছেন নিজ কায়া
লুকাতে আপন মাধুরী যে জন কেবলি রচিছে মায়া !
সেই বহুরূপী পরম একাকী এই সৃষ্টির-মাঝে
নিষ্কাম হয়ে কিরূপে সতত রত অনন্ত কাজে
পরম নিত্য হয়ে অনিত্য রূপ নিয়ে এই খেলা
বালুকার ঘর গড়িছে ভাঙিছে সকাল সন্ধ্যা বেলা।
আমরা সকলে খেলি তারই সাথে, তারই সাথে হাসি কাঁদি
তারই ইঙ্গিতে 'পরম-আমি'রে শত বন্ধনে বাঁধি।
মোরে "আমি" ভেবে তারে স্বামী বলি দিবাযামী নামি উঠি,
কভু দেখি—আমি তুমি যে অভেদ, কভু প্রভু ব'লে ছুটি।

একাকী হইয়া একা-একা খেলি, চুপ-ক'রে বসে থাকি।
ভালো নহি লাগে, কেন সাধ জাগে খেলুড়ীরে কাছে ডাকি !
সৃষ্টির ঘুড়ি উড়াই শূন্যে, আনন্দে প্রাণ নাচে,
দেখি সে লাটাই লুটায়ে পড়েছে কখন পায়ের কাছে।

বীজ রূপে রই—নিজ রূপ কই ? খুঁজিতে সহসা দেখি
সেই বীজ-আমি মতাতরু হয়ে ছড়ায়ে পড়েছি—এ কি !
শাখা প্রশাখায় পল্লবে ফুলে ফলে মূলে কত রূপে
কখন আমারে বিকশিত করি খেলিতেছি চুপে চুপে !
কত সে বিহগ বিহগী আসিয়া বেঁধেছে আমাতে নীড়,
ঊর্দ্ধে নিম্নে কত অনন্ত আলো আঁধারের ভিড়।
অনন্ত দিকে অনন্ত শাখা, অনন্তরূপ ধরি'
উদ্ভিদ জড় জীব হয়ে আমি ফিরিতেছি সঞ্চরি'।
চির-আনমনা উদাসীন, তাই নিজ সৃষ্টিরই মাঝে
হেরি কত শত ছন্দ পতন অপূর্ণতা বিরাজে।
চমকি উঠিয়া সংহার করি আপনার সেই ভুল,
সেই ভুল দিয়া নতুন করিয়া ফুটাই সৃষ্টি-ফুল।
মৃত্যু কেমন লাগে মোর কাছে, শোনো সে বাণী অভয়
আঁখির পলক পড়িলে যেমন ক্ষণিক সৃষ্টি লয়,
একটী পলক আঁধারে হেরিয়া আবার সৃষ্টি হেরি—
মৃত্যুর পরে জীবনে আসিতে ততটুকু হয় দেরী !
মৃত্যুর ভয়ে ভীত যারা, হয় তাদেরই নরক ভোগ,
অমৃতে সেই ডুবে আছে, যার নিত্য আত্ম-যোগ !
মোরই আনন্দ সৃষ্টি করিছে স্ত্রী পুত্র আদি,
কেবলই মিলন লাগেনাকো ভালো, বিরহ রচিয়া কাঁদি।
কেবল শান্তি শ্রান্তি আনিলে নিজে অশান্তি আনি,
ভুলিয়া স্বরূপ ঠুলি প'রে টানি শত কর্ম্মের ঘানি।
রূদ্রের রূপে সংহার করি, প্রেমময় রূপে কাঁদি,
যারে "তুমি" বল, সেই 'আমি' খুঁজি নিজের অন্ত আদি।
সংসারে আসি সং সেজে আমি—শত প্রিয়জন লয়ে,
আপনারে ভোগ করিতে জন্মি বিপুল তৃষ্ণা হয়ে।

যত ভোগ করি তত আপনার তৃষ্ণা বাড়িয়া যায়
অমৃত-মধু মদ হ'য়ে উঠে তৃষ্ণার পিয়ালায় !
বন্ধু ! কেমনে মিটিবে তৃষ্ণা পূর্ণেরে নাহি পেলে,
আমি যে নিজেই অপূর্ণ-রূপে এসেছি পূর্ণে ফেলে !
সৃষ্টি স্থিতি সংহার—এই তিন রূপই যাঁর লীলা,
সেই সাগরের আমি যে উর্ম্মি, বিরহিণী উর্ম্মিলা !
দুখ শোক ব্যাধি নিজে লই সাধি ;—কখনো অত্যাচারী—
অসুর সাজিয়া কেড়ে খাই—পুনঃ দেবতা সাজিয়া মারি !
বিদ্বেষ নাই, আসক্তি হীন শুধু সে খেলার ঝোঁকে
অসাম্য করি সৃজন—আবার সংহার করি ওকে।
খেলিতে খেলিতে সহসা চকিতে দেখি আপনারই কায়া
শ্রী ও সামঞ্জস্য বিহীন একি কুৎসিৎ ছায়া !
সেই কুৎসিৎ শ্রীহীন অসুরে তখনি বধিতে চাই,
মোর বিদ্রোহ সাম্য-সৃষ্টি—নাই সেথা ভেদ নাই !
নাই সেথা যশঃ তৃষ্ণার লোভ, নাই বিরোধের ক্লেদ,
নাই সেথা মোর হিংসার ভয়, নাই সেথা কোনো ভেদ,
নাই অহিংসা হিংসা, সেখানে কেবল পরম শাম,
রাজনীতি নাই, কোনো ভীতি নাই, "অভেদম্" তার নাম।

———

অভয়-সুন্দর

কুৎসিত যাহা, অসাম্য যাহা সুন্দর ধরণীতে—
হে পরম সুন্দরের পূজারী ! হবে তাহা বিনাশিতে।
তব প্রোজ্জ্বল প্রাণের বহ্নি-শিখায় দহিতে তারে
যৌবন ঐশ্বর্য্য শক্তি লয়ে আসে বারেবারে !
যৌবনের এ ধর্ম্ম, বন্ধু, সংহার করি জরা
অজর অমর করিয়া রাখে এ প্রাচীনা বসুন্ধরা।
যৌবনের সে ধর্ম্ম হারায়ে বিধর্ম্মী তরুণেরা—
হেরিতেছি আজ ভারতে—রয়েছে জরার শকুনে ঘেরা।

যুগে যুগে জরা-গ্রস্ত যযাতি তারি পুত্রের কাছে
আপন বিলাস ভোগের লাগিয়া যৌবন তার যাচে।
যৌবনে করি বাহন তাহার জরা চলে রাজ-পথে
হাসিছে বৃদ্ধ যুবক সাজিয়া যৌব-শক্তি-রথে।
জ্ঞান-বৃদ্ধের দন্ত-বিহীন বৈদান্তিক হাসি
দেখিছ তোমরা পরমানন্দে—আমি আঁখি জলে ভাসি
মহাশক্তির প্রসাদ পাইয়া চিনিলেনা হায় তারে
শিবের স্কন্ধে শব চড়াইয়া ফিরিতেছে দ্বারে দ্বারে।

এই কি তরুণ ? অরুণে ঢাকিবে বৃদ্ধের ছেঁড়া কাঁথা
এই তরুণের বুকে কি পরম-শক্তি-আসন পাতা ?
ধূর্ত্ত বুদ্ধি-জীবির কাছে কি শক্তি মানিবে হার ?
ক্ষুদ্র রুধিবে ভোলানাথ শিব মহারুদ্রের দ্বার ?
ঐরাবতেরে চালায় মাহুত শুধু বুদ্ধির ছলে —
হে তরুণ, তুমি জান কি হস্তী-মূর্খ কাহারে বলে ?
অপরিমান শক্তি লইয়া ভাবিছ শক্তি-হীন—
জরারে সেবিয়া লভিতেছ জরা, হইতেছ আয়ু-ক্ষীণ।

পেয়ে ভগবদ্-শক্তি যাহারা চিনিতে পারেনা তারে
তাহাদের গতি চিরদিন ঐ তমসার কারাগারে।
কোন্ লোভে, কোন্ মোহে তোমাদের এই নিম্নগ গতি ?
চাকুরীর মায়া হরিল কি তব এই ভগবদ্-জ্যোতিঃ ?
সংসারে আজো প্রবেশ করনি, তবু সংসার-মায়া
গ্রাস করিয়াছে তোমার শক্তি তোমার বিপুল কায়া।
শক্তি ভিক্ষা করিবে যাহারা ভোট-ভিক্ষুক তারা।
চেন কি—সূর্য্য-জ্যোতিরে লইয়া উনুন করেছে যারা ?

চাকুরা করিয়া পিতামাতাদের সুখী করিতে কি চাহ ?
তাই হইয়াছ নুড়ো-মুখ যত বুড়োর তলপী বাহ ?
চাকর হইয়া বংশের তুমি করিবে মুখোজ্জ্বল ?
অন্তরে পেয়ে অমৃত, অন্ধ, মাগিতেছ হলাহল !
হউক সে জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কি মন্ত্রী, কমিশনার—
স্বর্ণের গলা-বন্ধ পরুক—সারমেয় নাম তার !
দাস হইবার সাধনা যাহার নহে সে তরুণ নহে—
যৌবন শুধু খোস তাহার—ভিতরে জরারে বহে।

নাকের বদলে নরুণ-চাওয়া এ তরুণেরে নাহি চাই—
আজাদ মুক্ত স্বাধীন চিত্ত যুবাদের গান গাই।
হোক সে পথের ভিখারী, সুবিধা-শিকারী নহে যে যুবা
তারি জয়-গাথা গেয়ে যায় চিরদিন মোর দিল্‌রুবা।
তাহারি চরণ-ধূলিরে পরম প্রসাদ বলিয়া মানি
শক্তি-সাধক তাহারেই আমি বন্দি যুক্ত-পানি।
মহা-ভিক্ষু তাহাদেরি লাগি তপস্যা করি আজো
তাহাদেরি লাগি হাঁকি নিশিদিন—"বাজোরে শিঙ্গা বাজো!"

সমাধির গিরি-গহ্বরে বসি তাহাদেরই পথ চাহি—
তাদেরই আভাস পেলে মনে হয় পাইলাম বাদশাহী!
মোর সমাধির পাশে এলে কেউ, ঢেউ ওঠে মোর বুকে—
"মোর চির-চাওয়া বন্ধু এলে কি" ব'লে চাহি তার মুখে।
জ্যোতিঃ আছে, হায় গতি নাই হেরি তার মুখ পানে চেয়ে—
কবরে "সবর" করিয়া আমার দিন যায় গান গেয়ে!
কারে চাই আমি, কী যে চাই হায় বুঝেনা উহারা কেহ!
দেহ দিতে চায় দেশের লাগিয়া, মন টানে তার গেহ!

কোথা গৃহ-হারা, স্নেহ-হারা ওরে ছন্নছাড়ার দল—
যাদের কাঁদনে খোদার আরশ কেঁপে ওঠে টলমল!
পিছনে চাওয়ার নাহি যার কেউ, নাই পিতামাতা জ্ঞাতি
তারা ত আসেনা জ্বালাইতে মোর আঁধার কবরে বাতি!
আঁধারে থাকিয়া, বন্ধু, দিব্য দৃষ্টি গিয়াছে খুলে
আমি দেখিয়াছি তোমাদের বুকে ভয়ের যে ছায়া দুলে।
তোমরা ভাবিছ—আমি বাহিরিলে তোমরা ছুটিবে পিছে—
আপনাতে নাই বিশ্বাস যার—তাহার ভরসা মিছে!

আমি যদি মরি সুমুখ-সমরে—তবু যারা টলিবেনা—
বুঝিবে আত্মশক্তির বলে তারাই অমর সেনা।
সেই সেনাদল সৃষ্টি যেদিন হইবে—সেদিন ভোরে
মোমের প্রদীপ নহে গো—অরুণ সূর্য্য দেখিব গোরে!
প্রতীক্ষা-রত শান্ত অটল ধৈর্য্য লইয়া আমি
সেই যে পরম ক্ষণের লাগিয়া জেগে আছি দিবা-যামী।
ভয়কে যাহারা ভুলিয়াছে—সেই অভয় তরুণ দল
আসিবে যেদিন—হাঁকিব সেদিন—"সময় হয়েছে, চল্।"
আমি গেলে যারা আমার পতাকা ধরিবে বিপুল বলে—
সেই সে অগ্র-পথিকের দল এস এস পথ-তলে!
সেদিন মৌন সমাধি-মগ্ন ইস্রাফিলের বাঁশী
বাজিয়া উঠিবে—টুটিবে দেশের তমসা সর্ব্বনাশী!

অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি

চরণারবিন্দে লহ অশ্রুপুষ্পাঞ্জলি,
হে রবীন্দ্র, তব দীন ভক্ত এ কবির।
অশীতি-বার্ষিকী তব জনম-উৎসবে
আসিয়াছি নিবেদিতে নীরব প্রণাম।
হে কবি-সম্রাট, ওগো সৃষ্টির বিস্ময়,
হয়তো হইনি আজো করুণা-বঞ্চিত!
সঞ্চিত যে আছে আজো স্মৃতির দেউলে
তব স্নেহ করুণা তোমার, মহাকবি!
ধ্যান-শান্ত মৌন তব কাব্য-রবিলোকে
সহসা আসিনু আমি ধূমকেতু সম
রুদ্রের দুরন্ত দূত, ছিন্ন হর-জটা,
কক্ষচ্যুত উপগ্রহ! বক্ষে ধরি তুমি
ললাট চুমিয়া মোর দানিলে আশিস্‌!
দেখেছিল যারা শুধু মোর উগ্ররূপ,
অশান্ত রোদন সেথা দেখেছিলে তুমি!
হে সুন্দর, বহ্নি-দগ্ধ মোর বুকে তাই
দিয়াছিলে "বসন্তে"র পুষ্পিত মালিকা!

একা তুমি জানিতে হে, কবি মহাঋষি,
তোমারি বিচ্যুত-ছটা আমি ধূমকেতু !
আগুনের ফুলকি হ'লো ফাগুনের ফুল,
অগ্নি-বীণা হ'লো ব্রজ-কিশোরের বেণু !
শিব-শিরে শশিলেখা হ'ল ধূমকেতু,
দাহ তার ঝরিল গো অশ্রু-গঙ্গা হ'য়ে !

বিশ্ব-কাব্যলোকে কবি, তব মহাদান
কত যে বিপুল, কত যে অপরিমাণ
বিচার করিতে আমি যাবনা তাহার,
মৃৎভাণ্ড মাপিবে কি সাগরের জল ?
যতদিন রবে রবি রবে সৌর-লোক,
হে সুন্দর, ততদিন তব রশ্মি-লেখা
দিবা-জ্যোতিঃ-পুষ্প গ্রহ-তারকার মতো
অসীম গগনে রবে নিত্য সমুজ্জ্বল !
ছন্দায়িত হবে ছন্দে সৃষ্টি যতদিন,
ছন্দ-ভারতীর পায়ে বাণীর নূপুর
ঝঙ্কারিবে যতদিন বৃষ্টিধারা সম
ততদিন মধুচ্ছন্দা কবি, ছন্দ তব
লীলায়িত হবে মধুমতী-স্রোত সম !
বিহগের কণ্ঠে গীতি রবে যতদিন,
যতদিন রবে সুর দখিনা পবনে,
হিল্লোলিত সিন্ধু-জলে ঝর্ণা তটিনীতে
বহিবে বিরহী-বুকে রোদন-প্রবাহ—
ততদিন তব গান তব সুর কবি
মর্ম্মরিবে মরমীর মরমে মরমে !

মৌনা যদি কোনদিন হয় বীণাপাণি
তব বীণা কবি কভু হবে না নীরব !
যেমন ছড়ান রশ্মি সূর্য্য-নারায়ণ
সেই রশ্মি রূপ নেয় শত শত রঙে
পল্লবে ও ফুলে ফলে জলে স্থলে ব্যোমে,
তেমনি দেখেছি আমি বিমুগ্ধ নয়নে
অপরূপ রাগ-রেখা তোমার লেখায়,—
মুরছিত হইয়াছে আবেশে এ তনু ।

দেখেছি তোমারে যবে হইয়াছে মনে
তুমি চিরসুন্দরের পরম বিলাস !
মানুষ এ পৃথিবীতে অন্তরে বাহিরে
কত সে উদার কত নির্ম্মল মধুর
কত প্রিয়-ঘন প্রেম-রস-সিক্ত তনু
কত সে সুন্দর হ'তে পারে সর্ব্বরূপে
তাই প্রকাশের তরে পরম সুন্দর
বিগ্রহ তোমার গড়েছিল ওগো কবি !
যখনি কবিতা তব পড়িয়াছি আমি,
তার আস্বাদানে যেন হ'য়ে গেছি লয়,
রস পান করে আমি হ'য়ে গেছি রস,
বলিতে পারি না তাই সে রস কেমন !

তোমারে দেখিতে গিয়া দেখিয়াছি আমি
বক্ষে তব চির-রূপ-রস-বিলাসীরে !
হারায়ে ফেলেছি সেথা সত্তা আপনার
কাঁদিয়াছি রূপমুগ্ধা রাধিকার মতো ।

হে কবি, আজিও শুনি সে চির-কিশোর
তোমার বেণুতে গাহে যৌবনের গান
সেথা তুমি কবি নও, ঋষি নহ তুমি,
সেথা তুমি মোর প্রিয় পরম সুন্দর !

শুনি আজো কত শত পাথরের ঢেলা
তোমারে নিষ্ঠুর বলে, বলে—প্রেম নাই !
মেঘের হুঙ্কার শুধু শুনিল তাহারা,
দেখিল না রসধারা, দেখিল বিদ্যুৎ !
এ বিশ্বে অনন্ত রস ঝরে অনুক্ষণ
কত জন পাইয়াছে সে রসের স্বাদ ?
সেই রসে তরুলতা হয় ফুলময়,
পাথরের নুড়ি বলে, পৃথিবী নীরস !

হে প্রেম সুন্দর মম, আমি নাহি জানি
কে কত পেয়েছে তব প্রেম-রস-ধারা !
আমি জানি, তব প্রেম আমার আগুন
নিভায়ে, দিয়াছে সেথা কান্তি অপরূপ !
মনে পড়ে ? বলেছিলে হেসে একদিন,
"তরবারি দিয়ে তুমি চাঁছিতেছ দাড়ি !
যে জ্যোতিঃ করিতে পারে জ্যোতির্ম্ময় ধরা
সে জ্যোতিরে অগ্নি করি হ'লে পুচ্ছ-কেতু ?"
হাসিয়া কহিলে পরে, "এই যশঃ-খ্যাতি
মাতালের নিত্য সান্ধ্য নেশার মতন !
এ মজা না পেলে মন ম্যাজ্ ম্যাজ্ করে
মধু-র ভৃঙ্গারে কেন কর মদ্যপান ?"

যে বহ্নি-তরঙ্গ উঠেছিল মোর মাঝে
তোমার পরশে তাহা হ'লো চন্দ্র জ্যোতিঃ।
মনে হ'লো তুমি সেই নওলকিশোর
ঐশ্বর্য্য কাড়িয়া যিনি দেন শুধু রস !
যাঁহার বেণুর সুরে আঁখির পলকে
প্রেমে বিগলিত হয় স্বর্ণ-বৃন্দাবন !

হে রস-শেখর কবি, তব জন্মদিনে
আমি ক'য়ে যাব মোর নবজন্ম-কথা !
আনন্দসুন্দর তব মধুর পরশে
অগ্নি-গিরি গিরি-মল্লিকার ফুলে ফুলে
ছেয়ে গেছে ! জুড়ায়েছে সব দাহজ্বালা !
আমার হাতের সেই খর তরবারি
হইয়াছে খরতর যমুনার বারি !
দ্রষ্টা তুমি দেখেছিলে আমাতে যে জ্যোতিঃ
সে জ্যোতিঃ হয়েছে লীন কৃষ্ণ-ঘন-রূপে !
অভিনন্দনের মদ চন্দনিত মধু
হইয়াছে, হে সুন্দর, তব আশীর্ব্বাদে !

আজ আমি ভুলে গেছি আমি ছিনু কবি,
ফুটেছি কমল হ'য়ে তব করে রবি !
প্রস্ফুটিত সে কমল তব জন্মদিনে
সমর্পিনু শ্রীচরণে, লহ কৃপা করি !
জানিনা জীবনে মোর এই শুভদিন
আবার আসিবে ফিরে কবে কোন্ লোকে !
আমি জানি মোর আগে রবি নিভিবে না,
তার আগে ঝ'রে যেন যাই শতদল !

কিশোর রবি

হে চির-কিশোর কবি রবীন্দ্র, কোন্ রসলোক হ'তে
আনন্দ-বেণু হাতে লয়ে এলে খেলিতে ধূলির পথে ?
কোন্ সে রাখাল রাজার লক্ষ ধেনু তুমি চুরি করে
বিলাইয়া দিলে রস-তৃষাতুরা পৃথিবীর ঘরে ঘরে।
কত যে কথায় কাহিনীতে গানে সুরে কবিতায় তব
সেই আনন্দ-গোলোকের ধেনু রূপ নিল অভিনব।
ভুলাইলে জরা, ভুলালে মৃত্যু, অসুন্দরের ভয়
শিখালে পরম সুন্দর চির-কিশোর সে প্রেমময়।
নিত্য কিশোর আত্মারে তুমি অন্ধ বিবর হ'তে
হে অভয় দাতা টানিয়া আনিলে দিব্য আলোর পথে।

তোমার এ রস পান করিবার অধিকার পেল যারা
তারাই কিশোর, তোমাতে দেখেছে নিত্য কিশোরে তারা
ওগো ও-পরম কিশোরের সখা, জানি তুমি দিতে পারো
নিত্য অভয়, অনন্ত শ্রী, দিব্য শক্তি আরো।
কোথা সে কৃপণ বিধাতার মধু-রস ভাণ্ডার আছে
তুমি জান তাহা, তাহার গোপন চাবি আছে তব কাছে।

ওগো ও-পরম শক্তিমানের জ্যোতির্দীপ্ত রবি
সেই বিধাতার ভাণ্ডার লুটে দিয়ে যাও হেথা সবই।
যারা জড়, যারা নুড়ির মতন নিত্য রস-প্রবাহে
ডুবিয়া থেকেও পাইল না রস, তারা তব কৃপা চাহে
এই ক্ষুধাতুর, উপবাসি চির-নিপীড়িত জনগণে
ক্লৈব্য ভীতির গুহা হ'তে আন আনন্দ-নন্দনে।
উর্দ্ধের যারা তাহারা পাইল তোমার পরম দান
নিম্নের যারা, তাদের এবার করগো পরিত্রাণ।
ম'রে আছে যারা তারা আজ তব অমৃত নাহি পায়
তোমার রুদ্র আঘাতে এদের ঘুম যেন টুটে যায়।
শুধু বেণু আর বীণা লয়ে তুমি আস নাই ধরা পরে
দেখেছি শঙ্খ চক্র বিষাণ বজ্র তোমার করে।

ওগো ও-পরম রুদ্র কিশোর! তোমার যাবার আগে
নির্জ্জিত নিদ্রিত এ ভারত যেন গো বহ্নি রাগে
রঞ্জিত হয়ে ওঠে! অসুরের ভীতি যেন চলে যায়
ওগো সংহার-সুন্দর, পর প্রলয়-নূপুর পায়!
তোমার যে মহাশক্তি কেবল জ্ঞান-বিলাসীর ঘরে,
অনন্ত রূপে রসে আনন্দে নিত্য পড়িছে ঝ'রে,
গৃহহীন অগণন ভিক্ষুক ক্ষুধাতুর তব দ্বারে
ভিক্ষা চাহিছে, দয়া কর দয়া কর বলি' বারে বারে।
বিলাসীর তরে দিয়াছ অনেক হে কিশোর-সুন্দর,
এবার পঙ্গু-অঙ্গে পরশ করুক তোমার কর।
জানি জানি তব দক্ষিণ করে অনন্ত শ্রী আছে,
দক্ষিণা দাও বলে তাই ওরা এসেছে তোমার কাছে।

হে রবি, তোমারে নারায়ণরূপে এ ভারত পূজা করে,
যাইবার আগে জাগাইয়া তুমি যাও সেই রূপ ধরে।
দৈত্য-মুক্ত ব্রজের রাখাল কিশোরেরা ভয়হীন,
খেলুক সর্ব্ব-অভাব-মুক্ত হয়ে ব্রজে নিশিদিন।
হউক শান্তিনিকেতন এই অশান্তিময় ধরা,
চিরতরে দূর হোক তব বরে নিরাশা-ক্লৈব্য-জরা।

কেন জাগাইলি তোরা ?

কেন ডাক দিলি আমারে অকালে কেন জাগাইলি তোরা ?
এখনো অরুণ হয়নি উদয়, তিমির রাত্রি ঘোরা।
কেন জাগাইলি তোরা ?
যে আশ্বাসের বাণী শুনাইয়া পড়েছিনু ঘুমাইয়া
বনস্পতি হইয়া সে বীজ পড়েনি কি ছড়াইয়া—
দিগ-দিগন্তে প্রসারিয়া শাখা ? বাঁধেনি সেথায় নীড়
প্রাণ চঞ্চল বিহগের দল করেনি সেথায় ভিড় ?
যেখানে ছিলরে যত বন্ধন যত বাধা ভয় ভীতি
সেখানে তোদের লইয়া যে আমি আঘাত হেনেছি নিতি।
ভাঙিতে পারিনি, খুলিতে পারিনি দুয়ার, তবুও জানি—
সেই জড়ত্বভরা কারাগারে ভীষণ আঘাত হানি—
ভিত্তি তাহার টলায়ে দিয়েছি,—আশা ছিল মোর মনে
অনাগত তোরা ভাঙিবি তাহারে সে কোন্ শুভক্ষণে।

মহা সমাধির দিক্‌হারা লোকে জানিনা কোথায় ছিনু
আমারে খুঁজিতে সহসা সে কোন্ শক্তিরে পরশিনু—

সেই সে পরম শক্তিরে লয়ে আসিবার ছিল সাধ—
যে শক্তি লভি' এল দুনিয়ার প্রথম ঈদের চাঁদ—
তারি মাঝে কেন ঢাক ঢোল লয়ে এলি সমাধির পাশে
ভাঙাইলি ঘুম ? চাঁদ যে এখনো ওঠেনি নীল আকাশে।
ওরে তোরা থাম ! শক্তি কাহারো নহেরে ইচ্ছাধীন—
রাত না পোহাতে চীৎকার করি আনিবি কি তোরা দিন ?
এতদিন মার খেয়েছিস তোরা—তবুও আছিস বেঁচে,
মারের যাতনা ভুলিবি কি তায় ঢাক ঢোল নিয়ে নেচে ?

সূর্য্য-উদয় দেখেছিস কেউ—শান্ত প্রভাত বেলা ?
উদার নীরব উদয় তাহার—নাই মাতামাতি খেলা ;
তত শান্ত সে—যত সে তাহার বিপুল অভ্যুদয়,
তত সে পরম মৌনী যত সে পেয়েছে পরম অভয় !
দিক্‌হারা ঐ আকাশের পানে দেখ্ দেখ্ তোরা চেয়ে,
কেমন শান্ত ধ্রুব হয়ে আছে কোটি গ্রহ তারা পেয়ে।
ঐ আকাশের প্রসাদে যে তোরা পাস বৃষ্টির জল
ঐ আকাশেই ওঠে ধ্রুবতারা ভাস্কর নির্ম্মল।
ঐ আকাশেই ঝড় ওঠে—তবু শান্ত সে চিরদিন—
ঐ আকাশের বুক চিরে আসে—বজ্র কুণ্ঠাহীন !
ঐ আকাশেই তক্‌বির ওঠে—মহা আজানের ধ্বনি
ঐ আকাশের পারে বাজে চির অভয়ের খঞ্জনী।
জানি ওরে মোর প্রিয়তম সখা বন্ধু তরুণ দল
তোদেরই ডাকে যে আসন আমার টলিতেছে টলমল !
তোদেরই ডাকে যে নামিছে পরম শক্তি, পরম জ্যোতিঃ,
পরমামৃতে পূর্ণ হইবে মহাশূন্যের ক্ষতি।

'মাহে রমজান' এসেছে যখন, আসিবে "শবে কদর",
নামিবে তাঁহার রহমত এই ধূলির ধরার 'পর।
এই উপবাসী আত্মা—এই যে উপবাসী জনগণ,
চিরকাল রোজা রাখিবে না—আসে শুভ 'এফতার' ক্ষণ!
আমি দেখিয়াছি—আসিছে তোদের উৎসব ঈদ-চাঁদ,—
ওরে উপবাসী ডাক তাঁরে ডাক তাঁর নাম লয়ে কাঁদ।
আমি নয় ওরে আমি নয়—"তিনি" যদি চান ওরে তবে
সূর্য্য উঠিবে, আমার সহিত সবার প্রভাত হবে।

দুর্ব্বার যৌবন

ওরে অশান্ত দুর্ব্বার যৌবন !

পরাল কে তোরে জ্ঞানের মুখোস, সংযম-আবরণ ?

ভিতরের ভীতি ঢাকিতে রে যত নীতি-বিলাসীরা ছলে

উদ্ধত যৌবন-শক্তিরে সংযত হ'তে বলে ।

ভাবে, ভাঙনের গদা লয়ে যদি যৌবন মাতে রণে,

গুড়ুক টানিতে পারিবে না ব'সে সোনার সিংহাসনে !

ওরে দুরন্ত ! উড়ন্ত তোর পাখা কে বাঁধিল বল্ ?

দীপ্ত জ্যোতির্শিখায় ঢাকিল শীর্ণ জরাঞ্চল

ওরে নির্ভীক ! ভিখ্-মাগা যত পঙ্গুর দলে ভিড়ে—

আঁধার নিঙাড়ি' আলো আনিত যে—সে রহিল বাঁধা নীড়ে !

যাহাদের মেরুদণ্ডে লেগেছে মেরুর হিমেল্ হাওয়া

যাহাদের প্রাণ শক্তি-বিহীন কঠিন তুহিনে ছাওয়া

তাদের হুকুমে প্রাণের বিপুল বন্যা রাখিলি রু'খে ?

মরুর সিংহ মা'র খায় সার্কাসী পিঞ্জরে ঢু'কে !

সৃষ্টির কথা ভাবে যারা আগে সংহারে করে ভয়,

যুগে যুগে সংহারের আঘাতে তাদের হয়েছে লয় ।

কাঠ না পুড়ায়ে আগুন জ্বালাবে বলে কোন্ অজ্ঞান ?

বনস্পতির ছায়া পাবে বীজ নাহি দিলে তার প্রাণ ?

তলোয়ার রেখে খাপে এরা, ঘোড়া রাখিয়া আস্তাবলে
রণ-জয়ী হবে দন্ত-বিহীন বৈদান্তিকী ছলে !
প্রাণ-প্রবাহের প্রবল-বন্যা বেগে খর-স্রোতা নদী
ভেঙেছে দুকূল, সাথে সাথে ফুল ফুটায়েছে নিরবধি ।
জলধির মহা-তৃষ্ণা জাগিছে যে বিপুল নদী-স্রোতে,
সে কি দেখে, তা'র স্রোতে কে ডুবিল, কে মরিল তার পথে ?
মানে না বারণ, ভরা যৌবন-শক্তি-প্রবাহ ধায়
আনন্দ তার মরণ-ছন্দে কূলে কূলে উথলায় !
জানে না সে ঘর আত্মীয় পর, চলাই ধর্ম্ম তার
দেখে না তাহার প্রাণ তরঙ্গে ডুবিল তরণী কা'র !
বণিকের ছুটো জাহাজ ডুবিবে, তা ব'লে সিন্ধু ঢেউ
শান্ত হইয়া ঘুমায়ে রহিবে—শুনিয়াছ কভু কেউ ?
ঐরাবত কি চলিবে না, পথে পিপীলিকা মরে ব'লে ?
ঘর পুড়ে ব'লে প্রবল বহ্নি-শিখা উঠিবে না জ্ব'লে ?
অঙ্ক কশে না, হিসাব করে না, বেহিসাবী যৌবন,
ভাঙা চাল দে'খে নামিবে না কি রে শ্রাবণের বর্ষণ ?
যৌবন কেনা-বেচা হবে কি রে বানিয়ার নিক্তিতে ?
মুক্ত-আত্মা আজাদে ভোলাবে প্যাক্টের চুক্তিতে ?
তরু ভেঙে পড়ে তাই ব'লে ঝড় আসিবে না বৈশাখী ?
ভীরু মেষ-শিশু ভয় পায় ব'লে রবে না ঈগল পাখী ?

জ্ঞান ও শান্তি সংযম—বহু উর্দ্ধের কথা দাদা
কহে নির্ম্মল শান্তির কথা যার সারা গায়ে কাদা !
যে মহাশান্তি উদার-মুক্ত আকাশের তলে রহে
কাম-ক্রোধ-লোভ-মত্ত জীবেরা আজ তারি কথা কহে !
অনন্ত দিক আকাশ যাহার সীমা খুঁজে নাহি পায়
এমন মুক্ত মানব দেখিলে শান্ত কহিও তায় ;

ওঠে তরঙ্গ অতি-প্রবল যে বিরাট সাগর-জলে,
সেই উদ্বেল শক্তিরে তার অসংযমী কে বলে ?
ডোবায় খানায় কূপে ঢেউ নাই, শান্ত তারাই বুঝি ?
সংযম ব'লে প্রতারক মোরা শুধু জড়তারে পূজি ।

জাগো দুর্ম্মদ যৌবন । এসো, তুফান যেমন আসে,
সুমুখে যা পাবে দ'লে চ'লে যাবে অকারণ উল্লাসে ।
আনো অনন্ত-বিস্তৃত প্রাণ, বিপুল প্রবাহ, গতি,
কূলেদ আবর্জ্জনা ভেসে গেলে হবে না কাহারও ক্ষতি ।
বুক ফুলাইয়া দুখেরে জড়াও, হাসো প্রাণ-খোলা হাসি,
স্বাধীনতা পরে হবে—আগে গাও "তাজা ব-তাজা'র বাঁশী !
বসিয়াছে যৌবন-রাজপাটে-শ্রীহীন অকাল জরা,
মৃত্যুর বহু পূর্ব্বে এ-জাতি হয়ে আছে যেন মরা !
খোলো অর্গল পাষাণের, খুশী বহুক অনর্গল,
ঝাঁক বেঁধে নীল আকাশে যেমন ওড়ে পারাবত দল ।
সাগরে ঝাঁপায়ে পড় অকারণে, ওঠ দূর গিরি-চূড়ে
বন্ধু বলিয়া কণ্ঠে জড়াও পথে পেলে মৃত্যুরে !
ভোলো বাহিরের ভিতরের যত বদ্ধ-সংস্কার,
মরিচা ধরিয়া প'ড়ে আছে সব আলির জুল্‌ফিকার !
জাগো উন্মদ আনন্দে দুর্ম্মদ তরুণেরা সবে,
নাইবা স্বাধীন হ'ল দেশ, মানবাত্মা মুক্ত হবে !

———

আর কতদিন ?

আমার দিলের নীদ-মহলায় আর কতদিন, সাকী,
শারাব পিয়ায়ে জাগায়ে রাখিবে, প্রীতম্ আসিবে নাকি ?
অপলক চোখে চাহি আকাশের ফিরোজা পর্দ্দা-পানে,
গ্রহতারা মোর সেহিলিরা নিশি জাগে তার সন্ধানে।
চাঁদের চেরাগ ক্ষয় হয়ে এল ভোরের দর-দালানে,
পাতার জাফ্‌রি খুলিয়া গোলাপ চাহিছে গুলিস্তানে।
রবাবের সুরে অভাব তাহার বৃথাই ভুলিতে চাই,
মন যত বলে আশা নাই, হৃদে তত জাগে 'আশ্‌নাই'।
শিরাজী পিয়ায়ে শিরায় শিরায় কেবলই জাগাও নেশা,
নেশা যত লাগে অনুরাগে, বুকে তত জাগে আন্দেশা।

আমি ছিনু পথ-ভিখারিণী, তুমি কেন পথ ভুলাইলে,
মুসাফির-খানা ভুলায়ে আনিলে কোন্ এই মঞ্জিলে ?
মঞ্জিলে এনে দেখাইলে কার অপরূপ তস্‌বীর,
'তস্‌বী'তে জপি যত তার নাম তত ঝরে আঁখি-নীর !
"তশবীহি" রূপ এই যদি তাঁর, "তন্‌জিহি" কিবা হয়,
নামে যাঁর এত মধু ঝরে, তাঁর রূপ কত মধুময় !
কোটি তারকার কীলক রুদ্ধ অম্বর-দ্বার খু'লে
মনে হয় তাঁর স্বর্ণ-জ্যোতিঃ দুলে উঠে কুতূহলে।

ঘুম-নাহি-আসা নিঝ্ঝুম নিশি-পবনের নিশ্বাসে
ফির্‌দৌস-আলা হ'তে লালা ফুলের সুরভি আসে।
চামেলি যূঁই-এর পাখায় কে যেন শিয়রে বাতাস করে,
শ্রান্তি ভুলাতে কী যেন পিয়ায় চম্পা-পেয়ালা ভ'রে।

শিষ দেয় দধিয়াল বুল্‌বুলি, চমকিয়া উঠি আমি,
ইঙ্গিতে বুঝি কামিনী-কুঞ্জে ডাকিলেন মোর স্বামী!
নহরের পানি লোনা হয়ে যায় আমার অশ্রু-জলে,
তসবীর তাঁর জড়াইয়া ধরি বক্ষের অঞ্চলে।
সাকী গো! শারাব দাও, যদি মোর খারাব করিলে দীন,
"আল-ওহুদের" পিয়ালার দৌর্ চলুক বিরাম-হীন।
গেল জাতি কুল শরম ভরম যদি এসে এই পথে
চালাও শিরাজী, যেন নাহি জাগি আর এ বে-খুদী হ'তে
দূর গিরি হ'তে কে ডাকে, ওকি মোর কোহ-ই-তুর ধারী?
আমারি মত কি ওরি ডাকে মুসা হ'ল মরু পথচারী?
উহারি পরম রূপ দে'খে ঈসা হ'ল না কি সংসারী?
মদিনা-মোহন আহমদ্ ওরি লাগি' কি চির-ভিখারী?
লাখো আউলিয়া দেউলিয়া হ'ল যাহার কাবা দেউলে,
কত রূপবতী যুবতী যাহার লাগি' কালি দিল কুলে,
কেন সেই বহু-বিলাসীর প্রেমে, সাকী, মোরে মজাইলি,
প্রেম-নহরের কওসর ব'লে আমারে জহর দিলি?

জান সাকি, কাল মাটীর পৃথিবী এসেছিল মোর কাছে,
আমি শুধালাম, মোর প্রিয়তমা, সে কি পৃথিবীতে আছে?
'খাক' বলিল, না, জানিনাত আমি, "আব" বুঝি তাহা জানে,
জলেরে পুছিনু, তুমি কি দেখেছ মোর বঁধু কোন্‌খানে?

আমার বুকের তস্‌বীর দেখে জল করে টলমল,
জল বলে, আমি এরই লাগি কাঁদি গলিয়া হয়েছি জল !
আগুন হয়ত তেজ দিয়া এরে বক্ষে রেখেছে ঘিরে,
সূর্য্যের ঘরে প্রবেশিনু আমি তেজ-আবরণ ছিঁড়ে।
হেরিনু সূর্য্য সাত-ঘোড়া নিয়ে সাত আসমানে ছুটে,
সহসা বঁধুর তস্‌বীর হেরে আমার বক্ষ-পুটে !
বলিল, কোথায় দেখেছ ইহারে. হইয়াছে পরিচয় ?
ইহারই প্রেমের আগুনে জ্বলিয়া তনু হ'ল মোর ক্ষয়।
যুগযুগান্ত গেল কত তবু মিটিলনা এই জ্বালা
ইহারই প্রেমের জ্বালা মোর বুকে জ্বলে হয়ে তেজোমালা

যেতে যেতে পথে দেখিনু বাতাস দীরঘ নিশা'স ফেলি'
খুঁজিতেছে কা'রে আকাশ জু'ড়িয়া নীল অঞ্চল মেলি'।
মোর বুকে দেখে তস্‌বীর এল ছুটিয়া ঝড়ের বেগে,
বলে—অনন্ত কাল ছুটে ফিরি দিকে এরি লেগে।
খুঁজিয়া স্থূল সূক্ষ্ম জগতে পাইনি ইহার দিশ,
তুমি কোথা পেলে আমার প্রিয়ের এই তস্‌বীর-শিশা ?
হাসিয়া, উঠিনু ব্যোম-পথে, সেথা কেবল শব্দ ওঠে।
অলখ-বাণীর পারাবারে যেন শত শতদল ফোটে।
আমি কহিলাম, দেখেছ ইহারে হে অলক্ষ্য বাণী ?
বাণীর সাগার কত অনন্ত হ'ল যেন কানাকানি !
"নাহি জানি নাহি জানি" ব'লে ওঠে অনন্ত ক্রন্দন,
বলে, হে বন্ধু, জানিলে টুটিত বাণীর বন্ধন !……
জ্যোতির মোতির মালা গলে দিয়া সহসা স্বর্ণরথে
কে যেন হাসিয়া ছুঁইয়া আমারে পলাল অলখ-পথে।

'ও কি জৈতুনী রওগন, ওরই পারে জলপাই-বনে
আমার পরম-একাকী বন্ধু খেলে কি গো নিরজনে ?'
শুধানু তাহারে ; নিঠুর মোর দিলনাক উত্তর।
জাগিয়া দেখিনু, অঙ্গ আবেশে কাঁপিতেছে থরথর !…

জোহরা সেতারা উঠেছে কি পূবে ? জেগে উঠেছে কি পাখী ?
সুঁরাব্‌ সুরাহি ভেঙে ফেল সাকী, আর নিশি নাই বাকী।
আসিবে এবার আমার পরম বন্ধুর বোর্‌রাক
ঐ শোনো পূব-তোরণে তাহার রঙীন নীরব ডাক !

———

ওঠরে চাষী

চাষী রে! তোর মুখের হাসি কই?
তোর গো-রাখা রাখালের হাতে বাঁশের বাঁশী কই?
তোর খালের ঘাটে পাট পচে ভাই পাহাড়-প্রমাণ হয়ে,
তোর মাঠের ধানে সোনা রং-এর বান যেন যায় বয়ে,
সে পাট ওঠে কোন্ লাটে?
সে ধান ওঠে কোন্ হাটে?
উঠানে তোর শূন্য মরাই মরার মতন প'ড়ে—
স্বামী-হারা কন্যা যেন কাঁদছে বাপের ঘরে!
তোর গাঁয়ের মাঠে রবি-ফসল ছবির মতন লাগে,
তোর ছাওয়াল কেন খাওয়ার বেলা নুন লঙ্কা মাগে?
তোর তরকারীতেও সরকারী কোন্ ট্যাক্স বুঝি বসে!
তোর ইক্ষু এত মিষ্টি কি হয় চক্ষু-জলের রসে?
তোর গাইগুলোকে নিঙ্ড়ে কারা দুধ খেয়েছে ভাই?
তোর দুধের ভাঁড়ে ভাতের মাড়ের ফেন—হায়, তাও নাই!

তোর ছোট খোকার জুড়িয়েছে জ্বর ঘুমিয়ে গোরস্তানে,
সে দিদির আঁচল ধরে বুঝি গোরের পানে টানে।
বিকার ঘোরে দিদি তাহার ডাকছে ছোট ভায়ে,
দুধের বদল ঝিনুক দিয়ে আমানি দেয় মায়ে!
কবর দিয়ে সবর ক'রে লাঙ্গল নিয়ে কাঁধে,
মাঠের কাদা-পথে যেতে আব্বা তাহার কাঁদে!

চারদিকে তার মাঠ-ভরা ধান আকাশ-ভরা খুশী,
লাল হয়েছে দিগন্ত আজ চাষার রক্ত শুষি' !
মাঠে মাঠে ধান থৈ থৈ, পণ্যে ভরা হাট,
ঘাটে ঘাটে নৌকা-বোঝাই তারই মাঠের পাট ।

কে খায় এই মাঠের ফসল, কোন্ সে পঙ্গপাল ?
আনন্দের এই হাটে কেন তাহার হাড়ির হাল ?
কেন তাহার ঘরের খোকা গোরের বুকে যায় ?
গোঠে গোঠে চরে ধেণু, দুধ নাহি সে পায় !
ওরে চাষা ! বাঁচার আশা গেছে অনেক আগে
গোরের পাশের ঘরে কাঁদা আজো ভালো লাগে ?
জাগেনা কি শুক্‌নো হাড়ে বজ্র-জ্বালা তোর ?
চোখ বুজে তুই দেখবি রে আর, করবে চুরি চোর ?
বাঁশের লাঠি পাঁচনী তোর তাও কি হাতে নাই ?
না থাক্ তোর দেহে রক্ত, হাড় কটা তোর চাই ।
তোর হাঁড়ির ভাতে দিনে রাতে যে দস্যু দেয় হাত,
তোর রক্ত শুষে হ'ল বণিক, হ'ল ধনীর জাত—
তাদের হাড়ে ঘুণ ধরাবে তোদেরই এই হাড়
তোর পাঁজরার ঐ হাড় হবে ভাই যুদ্ধের তলোয়ার !
তোরই মাঠে পানি দিতে আল্লাজী দেন মেঘ,
তোরই গাছে ফুল ফোটাতে দেন বাতাসের বেগ,
তোরই ফসল ফলাতে ভাই চন্দ্র সূর্য্য উঠে,
আল্লার সেই দান আজি কি দানব খাবে লুটে ?
তেম্‌নি আকাশ ফর্সা আছে, ভরসা শুধু নাই,
তেম্‌নি খোদার রহম ঝরে, আমরা নাহি পাই ।
হাত তুলে তুই চা দেখি ভাই, অম্‌নি পাবি বল,
তোর ধানে তোর ভর্‌বে খামার নড়বে খোদার কল !

মোবারকবাদ

মোরা ফোটা ফুল, তোমরা মুকুল এস গুল্-মজ্‌লিসে
ঝরিবার আগে হেসে চ'লে যাব—তোমাদের সাথে মিশে
মোরা কীটে-খাওয়া ফুলদল, তবু সাধ ছিল মনে কত—
সাজাইতে ঐ মাটীর দুনিয়া ফির্‌দৌসের মত !
আমাদের সেই অপূর্ণ সাধ কিশোর-কিশোরী মিলে
পূর্ণ করিও, বেহেশ্‌ত এনো দুনিয়ার মহ্‌ফিলে।
মুসলিম হয়ে আল্লারে মোরা করিনিক বিশ্বাস,
ইমান মোদের নষ্ট করেছে শয়তানী নিঃশ্বাস !
ভায়ে ভায়ে হানাহানি করিয়াছি, করিনি কিছুই ত্যাগ,
জীবনে মোদের জাগেনি কখনো বৃহতের অনুরাগ !

শহীদি দর্জা চাহিনী আমরা, চাহিনী বীরের অসি,
চেয়েছি গোলামী, জাবর কেটেছি গোলাম-খানায় বসি !
তোমরা মুকুল, এই প্রার্থনা কর ফুটিবার আগে,
তোমাদের গায়ে যেন গোলামের ছোঁওয়া জীবনে না লাগে !
গোলামীর চেয়ে শহীদি-দর্জা অনেক উর্দ্ধে, জেনো ;
চাপ্‌রাশির ঐ তক্‌মার চেয়ে তলোয়ারে বড় মেনো !

আল্লার কাছে কখনো চেয়োনা ক্ষুদ্র জিনিস কিছু,
আল্লাহ্ ছাড়া কারও কাছে কভু শির করিওনা নীচু!
এক আল্লাহ্ ছাড়া কাহারও বান্দা হবেনা, বল,
দেখিবে তোমার প্রতাপে পৃথিবী করিতেছে টলমল!
আল্লারে ব'লো, "তুনিয়ায় যারা বড়, তার মত কর,
কাহাকেও হাত ধরিতে দিওনা, তুমি শুধু হাত ধর!"
এক আল্লারে ছাড়া পৃথিবীতে ক'রোনা কারেও ভয়
দেখিবে—অম্‌নি প্রেমময় খোদা, ভয়ঙ্কর সে নয়!
আল্লারে ভালোবাসিলে তিনিও ভালোবাসিবেন, দে'খো!
দেখিবে সবাই, তোমারে চাহিছে, আল্লারে ধ'রে থেকো!

খোদার বাগিচা এই তুনিয়াতে তোমরা নব মুকুল,
একমাত্র সে আল্লাহ্ এই বাগিচার বুল্‌বুল্!
গোলামের ফুল-দানীতে যদি এ মুকুলের ঠাঁই হয়,
আল্লার কৃপা-বঞ্চিত হব, পাব মোরা পরাজয়!
যে ছেলে মেয়ে এই তুনিয়ায় আজাদ মুক্ত রহে,
তাদেরই শুধু এক আল্লার বান্দা ও বাঁদী কহে!
তারাই আনিবে জগতে আবার নতুন ঈদের চাঁদ,
তারাই ঘুচাবে তুনিয়ার যত দ্বন্দ্ব ও অবসাদ!
শুধু আর্শের আতর-দানীতে যাহাদের হয় ঠাঁই,
তোমাদের মহফিলে আমি সেই মুকুলেরে চাই!

সেই মুকুলেরা এস মহ্‌ফিলে, বসাও ফুলের হাট,
এই বাঙ্‌লায় তোমরা আনিও মুক্তির আর্‌ফাত্! *

মুকুলের মহফিলের মুকুলদের প্রতি

কৃষকের ঈদ

বেলাল ! বেলাল ! হেলাল উঠেছে পশ্চিম আস্‌মানে,
লুকাইয়া আছ লজ্জায় কোন্ মরুর গোরস্তানে !
হের ঈদগাহে চলিছে কৃষক যেন প্রেত-কঙ্কাল
কশাই-খানায় যাইতে দেখেছ শীর্ণ গরুর পাল ?
রোজা এফ্‌তার করেছে কৃষক অশ্রু সলিলে হায়,
বেলাল ! তোমার কণ্ঠে বুঝি গো আজান থামিয়া যায় !
থালা, ঘটী, বাটী বাঁধা দিয়ে হের চলিয়াছে ঈদগাহে,
তীর-খাওয়া বুক, ঋণে-বাঁধা-শির লুটাতে খোদার রাহে

জীবনে যাদের হর্ রোজ্ রোজা ক্ষুধায় আসেনা নিঁদ
মুমূর্ষু সেই কৃষকের ঘরে এসেছে কি আজ ঈদ ?
একটি বিন্দু দুধ নাহি পেয়ে যে খোকা মরিল তার
উঠেছে ঈদের চাঁদ হয়ে কি সে শিশু-পাঁজরের হাড় ?
আস্‌মান-জোড়া কালো কাফনের আবরণ যেন টু'টে
এক ফালি চাঁদ ফুটে আছে মৃত শিশুর অধর-পুটে !
কৃষকের ঈদ ! ঈদগাহে চলে জানাজা পড়িতে তার,
যত তক্‌বীর শোনে, বুকে তার তত ওঠে হাহাকার !
মরিয়াছে খোকা, কন্যা মরিছে, মৃত্যু-বন্যা আসে
এজিদের সেনা ঘুরিছে মক্কা-মস্‌জিদে আশেপাশে

কোথায় ইমাম ? কোন্ সে খোৎবা পড়িবে আজিকে ঈদে ?
চারিদিকে তব মুর্দ্দার লাশ, তারি মাঝে চোখে বিঁধে
জরীর পোষাকে শরীর ঢাকিয়া ধনীরা এসেছে সেথা,
এই ঈদগাহে তুমি কি ইমাম, তুমি কি এদেরই নেতা ?
নিঙাড়ি' কোরান হাদিস ও ফেকা, এই মৃতদের মুখে
অমৃত কখনো দিয়াছ কি তুমি ? হাত দিয়ে বল বুকে !
নামাজ পড়েছ, পড়েছ কোরান, রোজাও রেখেছ জানি,
হায় তোতাপাখী ! শক্তি দিতে কি পেরেছ একটুখানি ?
ফল বহিয়াছ, পাওনিক রস, হায়রে ফলের ঝুড়ি,
লক্ষ বছর ঝর্ণায় ডুবে রস পায়নাক নুড়ি !

আল্লা-তত্ত্ব জেনেছ কি, যিনি সর্ব্বশক্তিমান ?
শক্তি পেলোনা জীবনে যে জন, সে নহে মুসলমান !
ঈমান ! ঈমান ! বল রাতদিন, ঈমান কি এত সোজা ?
ঈমানদার হইয়া কি কেহ বহে শয়তানী বোঝা ?
শোনো মিথ্যুক ! এই দুনিয়ায় পূর্ণ যার ঈমান,
শক্তিধর সে টলাইতে পারে ইঙ্গিতে আস্‌মান !
আল্লার নাম লইয়াছ শুধু, বোঝনিক আল্লারে
নিজে যে অন্ধ, সে কি অন্যেরে আলোকে লইতে পারে ?
নিজে যে স্বাধীন হইল না, সে স্বাধীনতা দেবে কাকে ?
মধু দেবে সে কি মানুষে, যাহার মধু নাই মৌচাকে

কোথা সে শক্তি-সিদ্ধ ইমাম, প্রতি পদাঘাতে যার
আবে-জমজম শক্তি-উৎস বাহিরায় অনিবার ?
আপনি শক্তি লভেনি যে জন, হায় সে শক্তি-হীন
হয়েছে ইমাম, তাহারি খোৎবা শুনিতেছি নিশিদিন !

দীন কাঙালের ঘরে ঘরে আজ দেবে যে নব তাকীদ
কোথা সে মহান শক্তি-সাধক আনিবে যে পুনঃ ঈদ ?
ছিনিয়া আনিবে আস্‌মান থেকে ঈদের চাঁদের হাসি,
ফুরাবেনা কভু যে হাসি জীবনে, কখনো হবেনা বাসি !
সমাধির মাঝে গণিতেছি দিন, আসিবেন তিনি কবে ?
রোজা এফ্‌তার করিব সকলে, সেই দিন ঈদ হবে !

শিখা

যৌবনের রাগ-রক্ত লেলিহান শিখা
জ্বলিয়া উঠিবে কবে ভারতে আবার
জড়তার ধূমপুঞ্জ বিদারণ করি,
উদ্ভাসিয়া তমসার তিমির-শর্ব্বরী ?
কোথা সেই অনাগত সাগ্নিক পুরোধা
নির্ব্বাপিত-প্রায় এই যজ্ঞ-হোমানলে
উচ্চারিয়া বেদ-মন্ত্র দানিবে আহুতি,
নব নব প্রাণের সমিধ কে যোগাবে সেথা ?

হায় রে ভারত, হায়, যৌবন তাহার
দাসত্ব করিতেছে অতীত জরার !
জরাগ্রস্ত বুদ্ধিজীবি বৃদ্ধ জরদ্গর
দেখায়ে গলিত মাংস চাকুরীর মোহ
যৌবনের টীকা-পরা তরুণের দলে
আনিয়াছে একেবারে ভাগাড়ে শ্মশানে
যৌবনে বাহন করি' পঙ্গু জরা আজি
হইয়াছে ভারতে জন-গণ-পতি !
যে হাতে পাইত শোভা খর তরবারি
সেই তরুণের হাতে ভোট-ভিক্ষা-ঝুলি

বাঁধিয়া দিয়াছে হায় !—রাজনীতি ইহা !
পলায়ে এসেছি আমি লজ্জায় দু'হাতে
নয়ন ঢাকিয়া ! যৌবনের এ লাঞ্ছনা
দেখিবার আগে কেন মৃত্যু হইল না ?

যৌবনের আবরণে ভারতে কি তবে
ফিরিতেছে দলে দলে বৃদ্ধ-প্রাণ জরা
নহিলে এ সিন্ধবাদ কেমন করিয়া
ফিরিতেছে যৌবনের স্কন্ধে চড়ি আজো ?

অতীতের অর্থ ভূত, সেই অদ-ভূত
অতীত কি বর্ত্তমানে এখনো শাসিবে ?
এই ভূতগ্রস্ত জাতি জানি না কেমনে
স্বাধীন হইবে কভু পাইবে স্বরাজ !

রে তরুণ, তোমারে হেরিয়া আমি কাঁদি !
অসম্ভবের পথে অভিযান যার
সুদূর ভবিষ্যতে দুর্ম্মদ দুর্ব্বার
সে আজি অতীত পানে মেলিয়া নয়ন
কেবলি পিছনে চলে, নেতার আদেশে !
তলোয়ার হইয়াছে লাঙলের ফলা !

তোমাদেরই মাঝে আছে নেতা তোমাদের,
তোমাদেরই বুকে জাগে নিত্য ভগবান,
ভয়-হীন, দ্বিধা-হীন, মৃত্যুহীন তিনি !
তোমারে আধার করি' সেই মহাশক্তি
প্রকাশিতে চান নিত্য, চাহ আঁখি খুলি'

আপনার মাঝে দেখ আপন স্বরূপ !
অতীতের দাসত্ব ভোলো ! বৃদ্ধ সাবধানী
হইতে পারেনা কভু তোমাদের নেতা !
তোমাদেরই মাঝে আছে বীর সব্যসাচী
আমি শুনিয়াছি বন্ধু সেই ঐশীবাণী
ঊর্দ্ধ হ'তে রুদ্র মোর নিত্য কহে হাঁকি'
শোনাতে এ কথা, এই তাঁহার আদেশ ।

তোমাদের প্রাণের এ অনির্ব্বাণ-শিখা
যৌবনের হোম-কুণ্ড-পাশে বৃদ্ধ বসি'
আগুন পোহাবে, বন্ধু, এ দৃশ্য দেখিতে
যেন নাহি বাঁচি আর ! সমাধি হইতে
আর যেন নাহি উঠি প্রলয়ের আগে !

আজাদ

কোথা সে আজাদ? কোথা সে পূর্ণ-মুক্ত মুসলমান?
আল্লাহ্ ছাড়া করেনা কারেও ভয়, কোথা সেই প্রাণ?
কোথা সে 'আরিফ,' কোথা সে ইমাম, কোথা সে শক্তিধর?
মুক্ত যাহার বাণী শুনি কাঁদে ত্রিভুবন থরথর!
কে পিয়েছে সে তৌহিদ-সুধা পরমামৃত হায়?
যাহারে হেরিয়া পরাণ পরম শান্তিতে ডুবে যায়!
আছে সে কোরান্-মজীদ আজিও পরম শক্তি ভরা,
ওরে দুর্ভাগা, এককণা তার পেয়েছিস্ কেউ তোরা?
সেই যে নামাজ রোজা আছে আজও, আজো সে কল্‌মা আছে,
আজো উথলায় আব-জম্‌জম কাবা-শরীফের কাছে।
নামাজ পড়িয়া, রোজা রেখে আর কলমা পড়িয়া সবে
কেন হ'তেছিস দলে দলে তোরা কতল্-গাহেতে জবেহ্?
সব আছে, তবু শবের মতন ভাগাড়ে পড়িয়া কেন?
ভেবেছ কি কেউ কৌমের পীর, নেতা; কেন হয় হেন?
আজিও তেমনি জামায়েত হয় ঈদ্‌গাহে মস্‌জিদে,
ইমাম পড়েন খোৎবা, শ্রোতার আঁখি ঢু'লে আসে নিঁদে!
যেন দলে দলে কলের পুতুল, শক্তি শৌর্য্যহীন,
নাহিক ইমান, বলিতে হইবে—ইহারা মুস্‌লেমিন!

পরম পূর্ণ শক্তি-উৎস হইতে জনম লয়ে
কেমন করিয়া শক্তি হারাল এ জাতি ? কোন্
তিলে তিলে মরে, মানুষের মত মরিতে পারেনা তবু ?
আল্লাহ্ যার প্রভু ছিল, আজ শয়তান তার প্রভু !
খুঁজিয়া দেখিনু, মুসলিম নাই, কেবল কাফেরে ভরা,—
কাফের তারেই বলি, যারে ঢেকে আছে শত ভীতিজরা।
অজ্ঞান-অন্ধকার যাহারে রেখেছে আবৃত করি,'
নিত্য সূর্য্য জ্বলে, তবু যার পোহালনা বিভাবরী !
আল্লাহ্ আর তাহার মাঝারে কোনো আবরণ নাই,
এই দুনিয়ায় মুসলিম সেই—দেখেছ তাহারে ভাই !
আল্লার সাথে নিত্য-যুক্ত পরম শক্তিধর,
এই মুসলিম-কবরস্তানে পেয়েছ তার খবর ?
চায়নাক যশ, চায়নাক মান, নিত্য নিরভিমান,
নিরহঙ্কার আসক্তি-হীন—সত্য যাহার প্রাণ ;
জমায়না যে বিত্ত নিত্য মুসাফির গৃহহীন,
আসমান যার ছত্র ধরেছে, পাদুকা যার জমীন ;
দিনে আর রাতে চেরাগ যাহার চন্দ্র সূর্য্য তারা,
আহার যাহার আল্লার নাম—প্রেমের অশ্রু-ধারা ?

যার পানে চায়—সেই যেন পায় তখনি অমৃত বারি,
যারে ডাকে—সে অমনি তাহার সাথে চলে সব ছাড়ি ?
অনন্ত জন-গণ মাঝে পারে শক্তি সঞ্চারিতে,
যারে স্পর্শ করে সে অমনি ভরে উঠে অমৃতে।
সেই সে পূর্ণ মুসলমান, সে পূর্ণ শক্তি-ধর,
'উর্ম্মি' হয়েও জয় করিতে সে পারে এই চরাচর !
যে দিকে তাকাই দেখি যে কেবলি অন্ধ বদ্ধ জীব,
ভোগোন্মত্ত, পঙ্গু, খঞ্জ, আতুর, বদ-নসীব।

কাগজে লিখিয়া, সভায় কাঁদিয়া গুম্ফ শ্মশ্রু ছিঁড়ে,
আছে কেউ নেতা, লবে ইহাদের অমৃত-সাগর-তীরে
আসে অনন্ত শক্তি নিয়ত যে মূল শক্তি হ'তে
সেখান হইতে শক্তি আনিয়া ভাসাতে শক্তি-স্রোতে—
কোন্ তপস্বী করিছে সাধনা ? বন্ধু, বৃথা এ শ্রম,
নিজে যার ভ্রম ভাঙেনি সেই কি ভাঙাবে জাতির ভ্রম ?
দোজখের পথে, ধ্বংসের পথে চলিয়াছে সারা জাতি,
শূন্য দু হাত 'পাইয়াছি' ব'লে তবু করে মাতামাতি !

সেদিন এমনি মাতালের সাথে পথে মোর হ'ল দেখা,
শুধানু, "কি পেলে ?" সে বলে, "দেখনা, কপালে রয়েছে লেখা ?"
কপালের পানে চাহিয়া আমার নয়নে আসিল বারি,
বাদশাহ্ হ'তে পারিত যে হায়, পেয়েছে সে জমাদারী !
দলে দলে আসে, কারও বুকে, কারও পেটে, কারও হাতে লেখা,
আজাদীর চিন্—অর্থাৎ কিনা চাকুরীর মসী-লেখা !
কাঁদিয়া কহিনু,—ওরে বে-নসীব, হতভাগ্যের দল,
মুসলিম হয়ে জনম লভিয়া এই কি লভিলি ফল ?
অন্যেরে দাস করিতে, কিংবা নিজে দাস হ'তে, ওরে
আসেনিক দুনিয়ায় মুসলিম, ভুলিলি কেমন ক'রে ?
ভাঙিতে সকল কারাগার, সব বন্ধন ভয় লাজ
এল যে কোরান, এলেন যে নবী, ভুলিলি সে সব আজ ?
হায় গণ-নেতা ভোটের ভিখারী নিজের স্বার্থ তরে
জাতির যাহারা ভাবী আশা, তারে নিতেছ খরীদ করে !
সারাজাতি সারারাতি জেগে আছে যাহাদের পানে চেয়ে,
যে তরুণ দল আসিছে বাহিরে জ্ঞানের মানিক পেয়ে—
তাহাদের ধ'রে গোলাম করিয়া ভরিতেছ কার ঝুলি ?
চা-বাগানের আড়কাঠি যেন চালান করিছ কুলি !

উহারা তরুণ, জানেনা উহারা, কেন লভিল এ জ্ঞান,
তপস্যা করি' জাগাবে উহারা ভারত-গোরস্তান !
ওদের আলোকে আলোকিত হবে অন্ধকার এ দেশ,
ওদেরই শৌর্য্যে ত্যাগে মহিমায় ঘুচিবে দীনের ক্লেশ।

তুমি চাক্‌রীর কশাই-খানায় ঘুরিছ তাদেরে লয়ে,
তুমি কি জাননা, ওখানে যে যায়—সে যায় জবেহ্ হয়ে ?
দেখিতেছ না কি শিক্ষিত এই বাঙালীর দুর্দ্দশা,
মানুষ যে হ'ত, চাকরি করিয়া হয়েছে সে আজ মশা।
ভিক্ষা করিয়া মরুক উহারা, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জ্ব'লে—
সমবেত হোক ধ্বংস-নেশায় মুক্ত আকাশ-তলে।
আগুন যে বুকে আছে—তাতে আরো দুগ্ধ-ঘৃতাহুতি দাও,
বিপুল শক্তি লয়ে ওরা হোক জালিম্ পানে উধাও
যে ইস্পাতে তরবারি হয়, আঁশ-বঁটি কর তারে !
অন্ধ, খঞ্জ, জরাগ্রস্ত নিজেরা অন্ধকারে
ঘুরিয়া মরিছ, তাই কি চাহিছ সবাই অন্ধ হোক ?
কৌম জাতির প্রাণ বেচে তুমি হইতেছ বড় লোক।··

আজাদ-আত্মা ! আজাদ-আত্মা ! সাড়া দাও, দাও সাড়া !
এই গোলামীর জিঞ্জীর ধরে ভীম বেগে দাও নাড়া !
হে চির-অরুণ, তুমি কি বুঝিতে পারনি আজো ?
ইঙ্গিতে তুমি বৃদ্ধ সিন্ধবাদের বাহন সাজো !
জরারে পৃষ্ঠে বহিয়া বহিয়া জীবন যাবে কি তব,
জীবন ভরিয়া রোজা রাখি' ঈদ আনিবে না অভিনব ?
ঘরে ঘরে তব লাঞ্ছিত মাতা ভগ্নিরা চেয়ে আছে,
ওদের লজ্জা-বারণ শক্তি আছে তোমাদেরই কাছে।

ঘরে ঘরে মরে কচি ছেলে মেয়ে দুধ নাহি পেয়ে হায়,
তোমরা তাদেরে বাঁচাবে না আজ বিলাইয়া আপনায় ?
আজ মুখ ফুটে, দল বেঁধে বল, বল ধনীদের কাছে,
ওদের বিত্তে এই দরিদ্র দীনের হিস্সা আছে !
ক্ষুধার অন্নে নাই অধিকার ; সঞ্চিত যার রয়
সেই সম্পদে ক্ষুধিতের অধিকার আছে নিশ্চয় !
মানুষের দিতে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য ও অধিকার
ইস্লাম এসেছিল দুনিয়ায়, যারা কোর্বান তার—
তাহাদেরই আজ আসিয়াছে ডাক—বেহেশ্ত্ পার হ'তে,
আনন্দ লুট হবে দুনিয়ায় মহা-ধ্বংসেব পথে—
প্রস্তুত হও—আসিছেন তিনি অভয় শক্তি লয়ে—
আল্লাহ্ থেকে আবে-কওসর নবীন বার্ত্তা বয়ে।
অন্তরে আর বাহিরে নিত্য আজাদ মুক্ত যারা—
নব-জেহাদের নির্ভীক দুর্ব্বার সেনা হবে তারা,
আমাদেরই আনা নিয়ামত্ পেয়ে খাবে আর দেবে গালি,
জেহাদের রণে নওশা সাজিয়া মোরা দিব হাত-তালি !
বলিব বন্ধু, মিটেছে কি ক্ষুধা, পেয়েছ কি কওসর ?
বেহেশ্‌তে হবে তকবীর-ধ্বনি, আল্লাহু আকবর !
জিন্নাৎ হ'তে দেখিব মোদের গোরস্তানের পর
প্রেমে আনন্দে পূর্ণ সেথায় উঠেছে নূতন ঘর !

———

ঈদের চাঁদ

সিঁড়ি-ওয়ালাদের দুয়ারে এসেছে আজ
চাষা মজুর ও বিড়ি-ওয়ালা ;
মোদের হিস্‌সা আদায় করিতে ঈদে
দিল হুকুম আল্লা'তালা !
দ্বার খোলো সাততলা-বাড়ী-ওয়ালা, দেখ কা'রা দান চাহে,
মোদের প্রাপ্য নাহি দিলে যেতে নাহি দেবো ঈদ্‌গাহে !
আনিয়াছে নবযুগের বারতা নতুন ঈদের চাঁদ,
শুনেছি খোদার হুকুম, ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ভয়ের বাঁধ।
মৃত্যু মোদের ইমাম সারথি, নাই মরণের ভয় ;
মৃত্যুর সাথে দোস্তি হয়েছে—অভিনব পরিচয় !
যে ইস্‌রাফিল্ প্রলয়-শিঙ্গা বাজাবেন কেয়ামতে—
তাঁরি ললাটের চাঁদ আসিয়াছে, আলো দেখাইতে পথে।

মৃত্যু মোদের অগ্র-নায়ক, এসেছে নতুন ঈদ,
ফির্‌দৌসের দরজা খুলিব আমরা হয়ে শহীদ।
আমাদেরে ঘিরে চলে বাঙ্‌লার সেনারা নৌ-জোয়ান,
জানি না, তাহারা হিন্দু কি ক্রীশ্চান কি মুসলমান।
নির্য্যাতিতের জাতি নাই, জানি মোরা মজ্‌লুম্ ভাই—
জুলুমের জিন্দানে জনগণে আজাদ করিতে চাই !
এক আল্লার সৃষ্ট সবাই, এক সেই বিচারক,
তাঁর সে লীলার বিচার করিবে কোন্ ধার্ম্মিক বক ?
বকিতে দিবনা বকাসুরে আর, ঠাসিয়া ধরিব টুঁটি,
এই ভেদ-জ্ঞানে হারায়েছি মোরা ক্ষুধার অন্ন রুটী।

মোরা শুধু জানি, যার ঘরে ধন রত্ন জমানো আছে,
ঈদ আসিয়াছে, জাকাত আদায় করিব তাদের কাছে।
এসেছি ডাকাত জাকাত লইতে, পেয়েছি তাঁর হুকুম,
কেন মোরা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মরিব, সহিব এই জুলুম ?
যক্ষের মত লক্ষ লক্ষ টাকা জমাইয়া যারা
খোদার সৃষ্ট কাঙালে জাকাত দেয় না, মরিবে তারা।
ইহা আমাদের ক্রোধ নহে, ইহা আল্লার অভিশাপ,
অর্থের নামে জমেছে তোমার ব্যাঙ্কে বিপুল পাপ !
তাঁরি ইচ্ছায়—ব্যাঙ্কের দিকে চেয়োনা—ঊর্দ্ধে চাহ,
ধরার ললাটে ঘনায় ঘোলাটে প্রলয়ের বারিবাহ !
আল্লার ঋণ শোধ কর, যদি বাঁচিবার থাকে সাধ ;
আমাদের বাঁকা ছুরি আঁকা দেখ আকাশে ঈদের চাঁদ !
তোমারে নাশিতে চাষার কাস্তে কি রূপ ধরেছে, দেখ,
চাঁদ নয়, ও যে তোমার গলার ফাঁদ ! দে'খে মনে রেখো !

প্রজারাই রোজ রোজা রাখিয়াছে, আজীবন উপবাসী,
তাহাদেরই তরে এই রহমত্, ঈদের চাঁদের হাসি !
শুধু প্রজাদের জমায়েত হবে আজিকার ঈদ্গাহে,
কাহার সাধ্য, কোন্ ভোগী রাক্ষস সেথা যেতে চাহে ?
ভেবো না ভিক্ষা চাহি মোরা, নহে শিক্ষা এ আল্লার,
মোরা প্রতিষ্ঠা করিতে এসেছি আল্লার অধিকার !
এসেছে ঈদের চাঁদ বরাভয় দিতে আমাদের ভয়ে,
আবার খালেদ এসেছে আকাশে বাঁকা তলোয়ার লয়ে
কঙ্কালে আজ ঝলকে বজ্র, পাষাণের জাগরণ,
লাশে উল্লাস জেগেছে রুদ্র উদ্ধত যৌবন !

দারিদ্র্য-কারবালা-প্রান্তরে মরিয়াছি নিরবধি,
একটুকু কৃপা করনি, লইয়া টাকার ফোরাত নদী।
কত আস্‌গর মরিয়াছে, জান, এই বাপ মা'র বুকে ?
সকিনা মরেছে, তোমরা দখিনা বাতাস খেয়েছ সুখে !
শহীদ হয়েছে হোসেন, কাসেম, আস্‌গর, আব্বাস,
মানুষ হইয়া আসিয়াছি মোরা তাঁদের দীর্ঘশ্বাস !
তোমরাও ফিরে এসেছ এজিদ সাথে লয়ে প্রেত-সেনা,
সেবারে ফিরিয়া গিয়াছিলে, জেনো, আজ আর ফিরিবে না।
এক আল্লার সৃষ্টিতে আর রহিবে না কোনো ভেদ,
তাঁর দান কৃপা কল্যাণে কেহ হবে না না-উম্মেদ্ !
ডাকাত এসেছে জাকাত লইতে, খোলো বাক্সের চাবি,
আমাদের নহে, আল্লার-দেওয়া ইহা মানুষের দাবী !
বাঁচিবে না আর বেশীদিন রাক্ষস লোভী বর্ব্বর,
টলেছে খোদার আসন, টলেছে আল্লা-হু-আকবর !
সাত আস্‌মান বিদারি আসিছে তাঁহার পূর্ণ ক্রোধ,
জালিমে মারিয়া করিবেন মজ্‌লুমের প্রাপ্য শোধ !

———

চাঁদিনী রাতে

কোদালে মেঘের মউজ উঠেছে গগনের নীল গাঙে,
হাবুডুবু খায় তারা-বুদ্বুদ, জোছনা সোনায় রাঙে!
তৃতীয়া চাঁদের 'সাম্পানে' চড়ি' চলিছে আকাশ-প্রিয়া,
আকাশ-দরিয়া উতলা হ'ল গো পুতলায় বুকে নিয়া!
নীলিম্-প্রিয়ার নীলা গুল-রুখ নাজুক নেকাবে ঢাকা
দেখা যায় ঐ নতুন চাঁদের কালোতে আব্ছা আঁকা!
সপ্তর্ষির তারা-পালঙ্কে ঘুমায় আকাশ-রাণী,
'লায়লা'-সেহেলি দিয়ে গেছে চুপে কুহেলি-মশারি টানি'!
নীহার-নেটের ঝাপসা মশারি, যেন 'বর্ডার' তারি
দিক্-চক্রের ছায়া-ঘন ঐ সবুজ তরুর সারি!

সাতাশ-তারার ফুল-তোড়া হাতে আকাশ নিশুতি রাতে
গোপনে আসিয়া তারা-পালঙ্কে শুইল প্রিয়ার সাথে।
'উঁহু উঁহু' করি' কাঁচা ঘুম হ'তে জেগে ওঠে নীলা হুরী,
লুকায়ে দেখে তা 'চোখ গেল' ব'লে হাসিছে পাপিয়া ছুঁড়ি।
'মঙ্গল' তারা মঙ্গল-দীপ জ্বালিয়া প্রহর জাগে,
ঝিকিমিকি করে মাঝে মাঝে, বুঝি বধূর নিঃশ্বাস লাগে।

উল্কা-জ্বালার সন্ধানী আলো লইয়া আকাশ-দ্বারী
'কাল-পুরুষ' সে জাগি' বিনিদ্র ক'রে ফেরে পায়চারী।
সেহেলীরা রাতে পালায়ে এসেছে উপবনে কোন্ আশে,
হেথা হোথা ছোটে, পিকের কণ্ঠে ফিক্ ফিক্ ক'রে হাসে।
আবেগে সোহাগে আকাশ-প্রিয়ার চিবুক বাহিয়া ও কি
শিশিরের রূপে ঘর্ম্মবিন্দু ঝ'রে ঝ'রে পড়ে, সখি!

নবমী চাঁদের 'সংসারে' ও কে গো চাঁদিনী-শিরাজী ঢালি'
বধূর অধরে ধরিয়া কহিছে, "তহুরা পিও লো আলি!"
কার কথা ভেবে তারা-মজলিসে দূরে একাকিনী সাকী
চাঁদের সংসারে কলঙ্ক-ফুল আনমনে যায় আঁকি'!

মস্তানা শ্যামা দধিয়াল টানে বায়ু-বেয়ালায় মীড়,
ফর্‌হাদ-শিরীঁ লায়লি-মজনুঁ মগজে ক'রেছে ভিড়!
ছুটিতেছে গাড়ী, ছায়াবাজি সম কত কথা ওঠে মনে,
দিশাহারা-সম ছোটে ক্ষ্যাপা মন জলে থলে নভে বনে!
এলোকেশে মোর জড়ায়ে চরণ কোন্ বিরহিনী কাঁদে,
যত প্রিয়-হারা আমারে কেন গো বাহু-বন্ধনে বাঁধে!
নিখিল বিরহী ফরিয়াদ করে আমার বুকের মাঝে,
আকাশে-বাতাসে তাদেরি মিলন তাদেরি বিরহ বাজে।

আন্‌মনা সাকি, শূন্য আমার হৃদয়-পোয়ালা-কোণে
কলঙ্ক-ফুল আন্‌মনে সখি লিখো মুছো খনে খনে।

সমাপ্ত

কুঞ্জিকা

আউলিয়া—দরবেশ, সন্ন্যাসী, সাধু
আজাদ—মুক্ত, স্বাধীন
আজান—নামাজের জন্য আহ্বান
আতর দানী– যাহাতে আতর থাকে
আন্দেশা—চিন্তা
আব—জল
আবে জমজম—জমজম কূপের জল
আবে কওসর—স্বর্গের নদীর জল
আব্বা—পিতা
আরশ—আল্লার আসন
আরফাত—মক্কার ময়দান
আরিফ—বিজ্ঞ, সাধু
আল ওদুদ—আল্লার নাম বিশেষ, প্রাণ-প্রিয়
আলা—উচ্চ
আশনাই—প্রণয়
আহমদ—হজরত মোহম্মদ
ইমান—ধর্ম্মবিশ্বাস
ইমানদার—ধর্ম্মবিশ্বাসী
ইমাম—নায়ক, ধর্ম্মনৈতিক নেতা
ইসরাফিল– প্রলয়-বিষাণ মুখে জনৈক ফেরেশতা
ঈদ—আনন্দ ; ঈদুলফেতর ও ঈদুজ্জোহা পর্ব্বদ্বয়
ঈদগাহ—ঈদের নামাজ পড়িবার স্থান
ঈসা– যীশু খ্রীষ্ট
উম্মি-–নিরক্ষর
এজিদ –হজরত মাবিয়ার পুত্র
এফতার—রোজা-(উপবাস) ভঙ্গ
কওসর– স্বর্গের নদী বিশেষ
কফন—মৃত ব্যক্তির দাফনের কাপড়
কতল—হত্যা
কলমা—বাক্য
কাফের—বিধর্ম্মী
কবরস্তান—সমাধিস্থান
কেয়ামত—মহাপ্রলয়
কালাম মজীদ—আল্লার পবিত্র বাক্য অর্থাৎ কোরান
কারবালা—ইরাকের বিখ্যাত মরুভূমির প্রান্তর
কোরবান—বলি
কাবা-শরীফ—মক্কাস্থিত পবিত্র মসজিদ, খোদার ঘর
কৌম—জাতি
কোহেতুর—আরবের তুর পর্ব্বত বিশেষ
খাক—মাটী

খোতবা—অভিভাষণ, নামাজের বক্তৃতা
খালেদ—হজরত ওমরের সময় সৈনাধ্যক্ষ
গেরেফ্‌তার—বন্দী
গোরস্থান—সমাধিস্থান
গাহ—স্থান
গুল—ফুল
গুলিস্তান—পুষ্পোদ্যান
গুলরুখ—পুষ্পবদন
গোর—কবর
জরী—স্বর্ণ
জাকাত—বার্ষিক আয়ের এক চতুর্থাংশ দান
জমায়েত—সমাবেশ
জালিম—অত্যাচারী
জানাজা—মৃতদেহ
জবেহ—বধ করা
জেহাদ—ধর্ম্মযুদ্ধ
জিন্দান—কারাগার
জৈতুন—বৃক্ষবিশেষ
জুলফিকার—হজরত আলীর তরবারী
জিন্নাত—স্বর্গ
জিঞ্জীর—শিকল, শৃঙ্খল
তকবীর—আল্লার নাম উচ্চারণ
তকদীর—ভাগ্য
তহরা—পবিত্র
ফোরাত—ইরাকের তাইগ্রীস নদী
রবাব—বেহালা
তসবির—ছবি
তসবী—জপমালা
তশবীহ—সাদৃশ্য
তনজ্জীহি—অমৃতানন্দ, নির্ব্বাণ
তৌহিদ—একেশ্বরবাদ
তাজা-ব-তাজা—তরুণ, টাটকা
দৌর—কাল
দরিয়া—সাগর
দিল—হৃদয়, অন্তর
দিলরুবা—প্রাণপ্রিয়
দর্জা—আসন
দোজখ—নরক
দীন—ধর্ম্ম
দোস্তি—ভালবাসা
নবী—পয়গম্বর
নহর—খাল
নিয়ামত—আশীর্ব্বাদ
নওশা—নববর
না-উম্মেদ—নিরাশ
নেকাব—আবরণ, পর্দ্দা
নৌজওয়ান—নব যুবক, নব্য তরুণ
নসীব—ভাগ্য
পীর—ধর্ম্মগুরু
ফরমান—আদেশ, হুকুমনামা
ফরহাদ—জনৈক ভাস্কর, শিরীঁর প্রণয়ী
ফিরদৌস—স্বর্গ
ফিরোজা—সবুজ, নীলাভ মণিবিশেষ
ফরিয়াদ—অভিযোগ, ক্রন্দন
ফেকা—ব বস্থা শাস্ত্র

বান্দা—দাস, গোলাম
বাঁদী—দাসী
বাগিচা—বাগান
বেলাল—হজরত মোহম্মদের ভক্তবিশেষ
বোর্‌রাক—উচ্চৈঃশ্রবার মত স্বর্গের শ্রেষ্ঠ অশ্ব
বেহেশত—স্বর্গ
বেখুদী—আত্মভোলা
মজনু—উন্মাদ ; লায়লীর প্রণয়ী
মজীদ—গৌরবর্মাণ্ডিত
মজলিস—সভা
মস্তানা—উন্মাদ, উদাসীন
মহফিল—সভা
মক্কা—হজরত মোহম্মদের জন্মস্থান
মজ্‌লুম—অত্যাচারিত
মাহে-রমজান—উপবাসে মাস
মুসাফির—পথিক
মুসাফিরখানা—পান্থশালা
মুয়াজ্জিন—যে ব্যক্তি আজান দেয়
মুসা—পয়গম্বর বিশেষ
মঞ্জিল—বিশ্রামস্থান
মুসলেমিন—মুসলমান
মুর্দ্দা—মৃত
মউজ—ঢেউ, তরঙ্গ
রওগন—তৈল
রহম—দয়াশীল, করুণাময়
রহমত—করুণা, দয়া
রাহ—পথ
রোজা—উপবাস
শরীফ—পবিত্র
শহিদ—ধর্ম্মযুদ্ধে হত
শিরাজী—শিরাজের মদ
শিরীঁ—মিষ্টি ; পারস্য কাব্যের এক নায়িকা
শিশা—কাঁচ
সবর—সহিষ্ণুতা
সাকী—পাণপাত্রবাহী
সেহেলী—সখী
সেতারা—তারা, নক্ষত্র
সুরাহী—জলপাত্র
লাশ—মৃতদেহ, শব
লায়লা—মজনুর প্রণয়িনী
হদিস—হজরতের বাণী
হর-রোজ—প্রত্যেক দিন
হেলাল—অর্দ্ধচন্দ্র
হিস্‌সা—ভাগ, অংশ